রামায়ণ

আরণ্যকাণ্ড

কৃত্তিবাস ওঝা

সূচিপত্র

চিত্রকূট পর্ব্বতে শ্রীরাম, সীতা এবং লক্ষ্মণের অবস্থিতি ও রাক্ষসের উৎপাত জন্য তথা হইতে মুনিগণের প্রস্থান. 2
অত্রিমুনির আশ্রমে শ্রীরামের গমন ও উক্ত মুনিপত্নীর নিকট সীতার জন্মাদি কথন এবং রামচন্দ্র কর্ত্তৃক বিরাধ রাক্ষস বধ 2
শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে শ্রীরামচন্দ্রের গমন ও মুনি কর্ত্তৃক ইন্দ্রের ধনুর্ব্বাণ দান এবং মুনির স্বর্গে গমন 6
দশ বৎসরকাল নানা বনে ভ্রমণান্তর শ্রীরামচন্দ্রের পঞ্চবটী-বনে অবস্থিতি 7
শ্রীরামকে বিবাহ করিতে সূর্পণখার ইচ্ছা ও লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক তাহার নাসা কর্ণ ছেদন 11
শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক চতুর্দ্দশ রাক্ষস-সেনাতি বধ 13
শ্রীরামের সহিত যুদ্ধ করিতে খর ও দূষণের আগমন 14
শ্রীরামের সহিত যুদ্ধে দূষণের মৃত্যু 14
শ্রীরামের সহিত যুদ্ধে খরের মৃত্যু 15
সূর্পণখা কর্ত্তৃক রাবণকে রাক্ষস বধ ও সীতার সংবাদ দান 17
সীতা হরণ করিতে রাবণকে মারীচের নিষেধ 18
রাবণের প্রতি মারীচের সুমন্ত্রণা প্রদান 20
মারীচের মায়ামৃগ রূপ ধারণ 20
মায়ামৃগ রূপধারী মারীচ বধ 21
ব্রহ্মচারীবেশে রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হরণ 23
জটায়ুর সহিত রাবণের যুদ্ধ 26
সুপার্শ্ব পক্ষী কর্ত্তৃক রাবণের লঙ্কা-গমনে বাধা দান 28
শ্রীরাচন্দ্রের বিলাপ ও সীতার অন্বেষণ 30
জটায়ুর মুখে সীতার বার্ত্তা শ্রবণ ও জটায়ুর স্বর্গলাভ 33
জটায়ুর উদ্ধার 34
কবন্ধ এবং শবরীর স্বর্গগমন 34

চিত্রকূট পর্ব্বতে শ্রীরাম, সীতা এবং লক্ষ্মণের অবস্থিতি ও রাক্ষসের উৎপাত জন্য তথা হইতে মুনিগণের প্রস্থান

করিলেন অযোধ্যায় ভরত গমন।
চিত্রকূট পর্ব্বতে রহেন তিন জন।।
চিত্রকূট পর্ব্বতে অনেক মুনি বৈসে।
ভাল মন্দ যখন যে রামেরে জিজ্ঞাসে।।
মুনিগণ একদিন করে কাণাকাণি।
জিজ্ঞাসা করেন রাম ধনুর্ব্বাণ-পাণি।।
কহ কহ মুনিগণ কি কর মন্ত্রণা।
আমারো না কহ কেন বাড়াও যন্ত্রণা।।
আমরা সকলে করি একত্র বসতি।
একের ক্ষতিতে হয় সবাকার ক্ষতি।।
যদি কোন বিপদ হয়েছে উপস্থিত।
আমারে জানাও, আমি করিব বিহিত।।
মুনিরা রামের বাক্যে পড়িলেন লাজে।
বৃদ্ধ মুনি উঠিয়া বলেন তার মাঝে।।
যে মন্ত্রণা করিতেছিলাম রঘুবর।
তাহার বৃত্তান্ত কহি তোমার গোচর।।
রাবণের দুই ভাই দুষ্ট নিশাচর।
তার মধ্যে জ্যেষ্ঠ খর, দূষণ অপর।।
তাহার সমন্তগণ চতুর্দ্দিকে ভ্রমে।
যত উপদ্রব করে, প্রবেশি আশ্রমে।।
যজ্ঞ আরম্ভণ মাত্র আসিয়া নিকটে।
যজ্ঞ নষ্ট করে, দ্বিজ পলায় সঙ্কটে।।
রাক্ষসের ডরে লুকাইয়া ঘরে আসি।
ফল মূল কাড়ি খায়, ভাঙ্গয়ে কলসী।।
এই বন ছাড়িয়া যাইব অন্য বন।
কাণাকাণি করিলাম এই সে কারণ।।
মুনিগণ ছাড়ে যদি, শূন্য হবে বন।
শূন্য বনে কেমনে রহিবে তিন জন।।
সীতা অতি রূপবতী এই বন মাঝে।
কেমনে রাখিবা রাম রাক্ষস- সমাজে।।
বিক্রমে বিশাল তুমি, আমি জানি মনে।
কত সম্বরিয়া রাম থাকিবা কাননে।।
আমরা এ বন ছাড়ি অন্য বনে যাই।
তোমার সহিত আর দেখা হবে নাই।।
স্ত্রী পুরুষে মুনিগণ চলেন সত্বর।
যার যেথা ছিল স্থান কুটুম্বাদি ঘর।।
উঠে গেল মুনিগণ, শূন্য দেখা যায়।
শ্রীরাম ভাবেন তবে তাহার উপায়।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালী।
গাইল অরণ্যকাণ্ডে প্রথম শিকলি।।

অত্রিমুনির আশ্রমে শ্রীরামের গমন ও উক্ত মুনিপত্নীর নিকট সীতার জন্মাদি কথন এবং রামচন্দ্র কর্ত্তৃক বিরাধ রাক্ষস বধ

আমা নিতে ভরত আইলে পুনর্ব্বার।
কেমনে অন্যথা করি বচন তাহার।।
চিত্রকূট অযোধ্যা নহে ত বহু দূর।
ভরত ভ্রাতার ভক্তি আমাতে প্রচুর।।
রঘুনাথ এমত চিন্তিয়া মনে মনে।
চিত্রকূট ছাড়িয়া চলিলেন দক্ষিণে।।

কতদূর যান তাঁরা করি পরিশ্রম।
সম্মুখে দেখেন অত্রিমুনির আশ্রম।।
প্রবেশিয়া তিন জন পুণ্য তপোবন।
বন্দনা করেন অত্রিমুনির চরণ।।
রামে দেখি মুনিবর উঠিয়া যতনে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বসাইলেন আসনে।।
আপন পত্নীর ঠাঁই সমর্পিলা সীতা।
বলেন পালহ যেন আপন দুহিতা।।
দেখি মুনি পত্নীকে ভাবেন মনে সীতা।
মূর্ত্তিমতী করুণা কি শ্রদ্ধা উপস্থিতা।।
শুক্লবস্ত্র পরিধানা, শুক্ল সর্ব্ব বেশ।
করিতে করিতে তপ পাকিয়াছে কেশ।।
ধরিয়া তপস্বী মূর্ত্তি করেন তপস্যা।
জ্ঞান হয় গায়ত্রী কি সবার নমস্যা।।
কৃতাঞ্জলি নমস্কার করিলেন সীতা।
আশীর্ব্বাদ করিলেন অত্রির বনিতা।।
মুনিপত্নী বসাইয়া সম্মুখে সীতারে।
কহেন মধুর বাক্য প্রফুল্ল অন্তরে।।
রাজকুলে জন্মিয়া পড়িলে রাজকুলে।
দুই কুল উজ্জ্বল করিলা গুণে শীলে।।
এ সব সম্পদ ছাড়ি পতি সঙ্গে যায়।
হেন স্ত্রী পাইলা রাম বহু তপস্যায়।।
সীতা কহিলেন, মা সম্পদে কিবা কাম।
সকল সম্পদ মম দূর্ব্বাদলশ্যাম।।
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের কার্য্য কিবা ধনে।
অন্য ধনে কি করিবে পতির বিহনে।।
জিতেন্দ্রিয় প্রভু মম সর্ব্ব গুণে গুণী।
হেন পতি সেবা করি, ভাগ্য হেন মানি।।
ধন জন সম্পদ না চাহি ভগবতি।
আশীর্ব্বাদ কর যেন রামে থাকে মতি।।
শুনিয়া সীতার বাক্য তুষ্ট মুনি-দারা।
আমার যেমন মন সীতার সে ধারা।।
সমাদরে সীতারে দিলেন আলিঙ্গন।
দিব্য অলঙ্কার আর বহুমূল্য ধন।।
তুষ্টা হয়ে সীতারে কহেন ভগবতী।
তব পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কহ গো সীতা সতী।।
জানকী বলেন, দেবী কর অবধান।
আমার জন্মের কথা অপূর্ব্ব আখ্যান।।
একদিন ঊর্ব্বশী যাইতে বস্ত্র উড়ে।
তাহা দেখি জনক রাজার বীর্য্য পড়ে।।
সেই বীর্য্যে জন্ম মোর হইল ভূমিতে।
উঠিল আমার তনু লাঙ্গল চষিতে।।
অযোনিসম্ভবা, মম জন্ম মহীতলে।
লাঙ্গল ছাড়িয়া রাজা মোরে নিল কোলে।।
কন্যা বলি রাজা মনে অনুমানি।
হেনকালে আকাশে হইল দৈববাণী।।
দেবগণ ডাকি বলে, জনক ভূপতি।
জন্মিল তোমার বীর্য্যে কন্যা রূপবতী।।
অযোনিসম্ভবা এই তোমার দুহিতা।
লাঙ্গলের মুখে জন্ম, নাম রাখ সীতা।।
এতেক শুনিয়া রাজা হরষিত মন।
দ্বিজ দীন দুঃখীরে দিলেন বহু ধন।।
প্রধান দেবীর ঠাঁই দিলেন আমারে।
আমারে পালেন দেবী বিবিধ প্রকারে।।
দিনে দিনে বাড়ি আমি মায়ের পালনে।
আমা দেখি জনক চিন্তেন মনে মনে।।
যেই জন গুণ দিবে শিবের ধনুকে।
তাঁরে সমর্পিব সীতা পরম কৌতুকে।।

দারুণ প্রতিজ্ঞা এই ভুবনে প্রচার।
তের লক্ষ বীর এল রাজার কুমার।।
ধনুক দেখিয়া সবাকার প্রাণ কাঁপে।
না সম্ভাষি পিতাবে পলায় মনস্তাপে।।
প্রতিজ্ঞা করিয়া আগে না পান ভাবিয়া।
কেমনে সম্পন্ন হবে জানকীর বিয়া।।
হেনকালে উপস্থিত শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
ধনুক দেখিয়া হাস্য করেন তখন।।
ধনুকেতে দিতে গুণ সর্ব্ব লোকে বলে।
ধনুখান ধরি রাম বামহাতে তোলে।।
গুণ যোগ করিতে সে ধনুখান ভাঙ্গে।
সবে স্তব্ধ তার শব্দ ত্রিভুবনে লাগে।।
ধনুকের শব্দ যেন পড়িল ঝঞ্ঝনা।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে কাঁপিল সর্ব্বজনা।।
শিরে পঞ্চঝুঁটি তাঁর বিক্রম বিস্তর।
চূড়া কর্ণবেধ হয়, লোকে চমৎকার।।
বিবাহ করিতে পিতা বলেন আমারে।
না করেন স্বীকার পিতার অগোচরে।।
রাজ্যসহ দশরথ আসিয়া সম্বাদে।
রামের বিবাহ দেন পরম আহ্লাদে।।
শ্রীরাম করিলেন আমার পাণিগ্রহ।
লক্ষ্মণের দারকর্ম্ম ঊর্ম্মিলার সহ।।
কুশধ্বজ কুড়ার যে দুই কন্যা ছিল।
ভরত শত্রুঘ্ন দোঁহে বিবাহ করিল।।
ভগবতী পূর্ব্বকথা এই কহিলাম।
হেনমতে মিলিলেন মম স্বামী রাম।।
এত যদি সীতাদেবী কহেন কাহিনী।
পরিতোষ পাইলেন মুনির গৃহিণী।।
ব্রাহ্মণী সীতার ভালে দিলেন সিন্দূর।
কণ্ঠে মণিময় হার, বাহুতে কেয়ূর।।
কর্ণেতে কুণ্ডল, করে কাঞ্চন কঙ্কণ।
নূপুরে শোভিত হয় কমল চরণ।।
নাসায় বেশর দেন গজমুক্তা তায়।
পট্টবস্ত্র অধিক শোভিত গৌর গায়।।
প্রদোষ হইল গত, প্রবেশে রজনী।
রামের নিকটে যান শ্রীরাম-রমণী।।
উমা রমা নাহি পান সীতার উপমা।
চরাচরে জনক-দুহিতা নিরুপমা।।
দেখিয়া সীতার রূপ হৃষ্ট রঘুমণি।
মুনির আশ্রমে সুখে বঞ্চেন রজনী।।
প্রভাতে করিয়া স্নান আর যে তর্পণ।
তিনজন বন্দিলেন মুনির চরণ।।
আশীর্ব্বাদ করিলেন অত্রি মহামুনি।
কহিলেন উপদেশ উপযুক্ত বাণী।।
শুন রাম রাক্ষস-প্রধান এই দেশ।
সদা উপদ্রব করে, দেয় বহু ক্লেশ।।
অগ্রেতে দণ্ডকারণ্য অতি রম্য স্থান।
তথা গিয়া রঘুবীর কর অবস্থান।।
মুনির চরণে রাম করিয়া প্রণতি।
দণ্ডক কানন মধ্যে করিলেন গতি।।
আগে যান রঘুনাথ, পশ্চাৎ লক্ষ্মণ।
জনক-তনয়া মধ্যে, কি শোভা তখন।।
ফল পুষ্প দেখেন গন্ধেতে আমোদিত।
ময়ূরের কেকাধ্বনি ভ্রমরের গীত।।
নানা পক্ষী কলরব শুনিতে মধুর।
সরোবরে কত শত কমল প্রচুর।।
বনমধ্যে অনেক মুনির নিবসতি।
শ্রীরামের দেখিয়া হরিষে করে স্তুতি।।

রাজ্যে থাক, বনে থাক, তোমার সমান।
যথা তথা থাক রাম তুমি ভগবান।।
রম্য জল রম্য ফল মধুর সুস্বাদ।
আহার করিয়া দূরে গেল অবসাদ।।
দেখিতে হইল ইচ্ছা দণ্ডক-কানন।
তিন জন মনঃসুখে করেন ভ্রমণ।।
আগে রাম, মধ্যে সীতা পশ্চাৎ লক্ষ্মণ।
নানা স্থালে কৌতুকে করেন নিরীক্ষণ।।
হেনকালে দুর্জ্জয় রাক্ষস আচম্বিত।
বিকট আকারে সে সম্মুখে উপস্থিত।।
রাঙ্গা দুই আঁখি তার খোঁখর হৃদয়।
বন-জন্তু ধরে মারে, কারে নাহি ভয়।।
দুর্জ্জয় শরীর ধরে পর্ব্বত সমান।
জ্বলন্ত আগুন যেন রাঙ্গা মুখখান।।
শিরে দীর্ঘজটা কটা, দীর্ঘ সর্ব্ব কায়।
লম্বোদর অস্থিসার, শিরা গণা যায়।।
বান্ধিয়া লইয়া যায় মাংসভার স্কন্ধে।
পলায় লইয়া প্রাণ সবে তার গন্ধে।।
মেঘের লইয়া যায় মাংসভার স্কন্ধে।
পলায় লইয়া প্রাণ সবে তার গন্ধে।।
মেঘের গর্জ্জন ন্যায় ছাড়ে সিংহনাদ।
মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি রাক্ষস বিরাধ।।
সীতারে রাক্ষস গিয়া লইলেক কক্ষে।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে থাকি অন্তরীক্ষে।।
সীতারে খাইতে চাহে মেলিয়া বদন।
শ্রীরামেরে কটু কহে করিয়া তর্জ্জন।।
তপস্বীর বেশে রাম ভ্রমিস কাননে।
দেখাইয়া কামিনী ভুলাস মুনিগণে।।
বলিল, মনুষ্য আজি করিব ভক্ষণ।
ঝাট পরিচয় দেহ তোরা কোন জন।।
শ্রীরাম বলেন, আমি ক্ষত্রিয়-কুমার।
লক্ষ্মণ অনুজ, জায়া জানকী আমার।।
দেখি হে তোমার কেন বিকৃত আকৃতি।
বনেতে বেড়াও তুমি, হও কোন্ জাতি।।
রাক্ষস বলিল, আমি যে হই সে হই।
সবারে খাইব আমি, ছাড়িবার নই।।
বিরাধ আমার নাম, থাক থাক তথা।
কাল নামে মম পিতা বিদিত সর্ব্বথা।।
কত মুনি বধিলাম বিধাতার বরে।
অভেদ্য শরীর মোর, ভয় করি কারে।।
লক্ষ্মণেরে শ্রীরাম কহেন, পেয়ে ভয়।
জানকীরে খায় বুঝি রাক্ষস দুর্জ্জয়।।
আইলাম নিজ দেশ ছাড়িয়া বিদেশে।
সীতারে খাইল আজি দারুণ রাক্ষসে।।
লক্ষ্মণ বলেন, দাদা না ভাবিহ তাপ।
রাক্ষসের মারিয়া ঘুচাও মনস্তাপ।।
লক্ষ্মণের বাক্যে শ্রীরামের বল বাড়ে।
মারিলেন সাত বাণ রাম তার ঘাড়ে।।
সাত বাণ খাইয়া সে কিছু নাহি জানে।
হাতে ছিল জাঠাগাছ মারিল লক্ষ্মণে।।
তাহা দেখি শ্রীরাম ছাড়েন এক বাণ।
জাঠাগাছ তখনি হইল খান খান।।
জাঠাগাছ কাটা গেল রাক্ষসের ত্রাস।
অস্ত্র নাহি নিশাচর উঠিল আকাশ।।
ছাড়েন ঐষিক বাণ দশরথ-সুত।
পড়িল বিরাধ, যেন কৃতান্তের দূত।।
খণ্ড খণ্ড হইয়া শরীর রক্তে ভাসে।
মরি মরি করি যায় শ্রীরামের পাশে।।

আছাড়িয়া ফেলে সীতা, আঘাতে ব্যগ্রতা।
ভূমিতে পড়েন সীতা হইয়া মূর্চ্ছিতা।।
যোড়হাতে রাক্ষস শ্রীরামে করে স্তুতি।
তব বাণ স্পর্শে রাম পাই অব্যাহতি।।
শাপে মুক্ত করিলা আমার এ শরীর।
লইলাম শরণ চরণে রঘুবীর।।
ধন্য ধন্য সীতাদেবী, রাম যাঁর পতি।
তোমা পরশিয়া হয় শাপে অব্যাহতি।।
পূর্ব্বকথা আমার শুনহ রঘুপতি।
কুবেরের শাপেতে আমার এ দুর্গতি। ।
কিশোর আমার নাম, কুবেরের চর।
আমারে সর্ব্বদা তুষ্ট ধনের ঈশ্বর।।
একদিন কুবের লইয়া নারীগণে।
রঙ্গস্থলে কেলি করে মাতিয়া মদনে।।
কর্ম্মদোষে আমি তথা হই উপনীত।
আমারে দেখিয়া তাঁরা হইলা লজ্জিত। ।
কোপে শাপ দিলেন আমারে ধনেশ্বর।
দণ্ডক-কাননে গিয়া হও নিশাচর।।
পশ্চাতে করুণা করি বলেন বচন।
শ্রীরামের শরে হবে শাপ বিমোচন।।
পাইলাম তোমার দর্শনে অব্যাহতি।
মৃতদেহ পোড়াইলে পাইব নিষ্কৃতি।।
লক্ষ্মণের উদযোগে দানব-দেহ পুড়ে।
দিব্যদেহ ধরিয়া সে দিব্য রথে চড়ে।।
রাম দরশনে দৈত্য গেল স্বর্গবাস।
রচিল অরণ্যকাণ্ড দ্বিজ কৃত্তিবাস।।

শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে শ্রীরামচন্দ্রের গমন ও মুনি কর্ত্তৃক ইন্দ্রের ধনুর্ব্বাণ দান এবং মুনির স্বর্গে গমন

শ্রীরাম বলেন, চল জানকী লক্ষ্মণ।
গোমতীর পারে শরভঙ্গ-নিকেতন।।
হেথা হৈতে সেই স্থান দ্বাদশ যোজন।
অদ্ভুত দেখিবা সে মুনির তপোবন।।
তপের প্রতাপে যেন জ্বলন্ত অনল।
শরভঙ্গ মুনির বিখ্যাত সেই স্থল। ।
সেই দিন শ্রীরাম রহেন সেই স্থানে।
প্রভাতে উঠিয়া যান মুনি দরশনে।।
হেনকালে উপনীত তথা শচীনাথ।
করিবারে শরভঙ্গ মুনির সাক্ষাৎ।।
রথোপরে পুরন্দর আসে শুদ্ধবেশে।
দেবগণ বেষ্টিত তাঁহার চারি পাশে।।
রথ শোভা করে মণি মুকুতার ঝারা।
বায়ুবেগে চলে ঘোড়া, সারথির তাড়া।।
চারিদিকে শোভে নীল পীত পতাকায়।
দূরে থাকি রামচন্দ্র দেখিলেন তাঁয়।।
অনুজেয়ে বলেন, থাকহ এইক্ষণ।
জানি আগে আশ্রমে প্রবেশ কোন্ জন।।
ইন্দ্র আসি মুনিরে করিয়া নমস্কার।
নিবেদন করেন যে কার্য্য আপনার।।
শুন মুনি রামরূপী ত্রিলোকের নাথ।
আসিবেন তব সহ করিতে সাক্ষাৎ।।
রাক্ষস বধের হেতু তাঁর অবতার।
ত্রিকালজ্ঞ আপনিহ, জানাব কি আর। ।
তব স্থানে রাখিলাম এই ধনুর্ব্বাণ।
আইলে তাঁহারে তুমি করিবা প্রদান।।

এত বলি স্বর্গপুরী যান পুরন্দর।
প্রবেশ করেন রাম যথা মুনিবর।।
প্রণাম করেন শরভঙ্গ মুনিবরে।
আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক কহেন মুনি তাঁরে।।
অনাথ ছিলাম বনে, আইলা হে নাথ।
যোগে যাঁরে দেখা ভার তিনিই সাক্ষাৎ।।
আইলে আপনি বিষ্ণু আমার নিবাস।
তোমা দরশনে মম হবে স্বর্গবাস।।
শত বৎসরের তপ করিলাম দান।
এই লহ ইন্দ্রদত্ত দিব্য ধনুর্ব্বাণ।।
শরীর ছাড়িব আমি অতি পুরাতন।
প্রাণ রাখিয়াছি রাম তোমার কারণ।।
ক্ষণেক লক্ষ্মণ সহ বৈস এইখান।
অগ্নিতে শরীর ত্যজি তব বিদ্যমান।।
শরভঙ্গ কুণ্ড কাটি জ্বালেন অনল।
জ্বলিয়া উঠিল অগ্নি গগন-মণ্ডল।।
কৌতুক দেখেন সীতা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
মুনির সাহস দেখি বিস্মিত ভুবন।।
রাম রাম উচ্চারিয়া মুনি ঊর্দ্ধতুণ্ডে।
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি ঝাঁপ দেন কুণ্ডে।।
পুড়িয়া মুনির দেহ হইল অঙ্গার।
অগ্নি হৈতে উঠে এক পুরুষ আকার।।
গোলোকে গেলেন মুনি পুণ্য ফলোদয়।
দেখিয়া সবার মনে হইল বিস্ময়।।
রাম দরশনে মুনি যান স্বর্গবাস।
রচিল অরণ্যকাণ্ড দ্বিজ কৃত্তিবাস।।

দশ বৎসরকাল নানা বনে ভ্রমণান্তর শ্রীরামচন্দ্রের পঞ্চবটী-বনে অবস্থিতি

সম্ভাষিতে রামেরে আইল বনবাসী।
কেহ কেহ ফল খায়, কেহ উপবাসী।।
অনাহারী কেহ বা বরিষা চারি মাস।
কেহ কেহ সর্ব্বকাল করে উপবাস।।
গাছের বাকল পরে, শিরে জটা ধরে।
মৃগচর্ম্ম পরে কেহ, কমণ্ডলু করে।।
মুনিগণে দেখিয়া উঠিয়া রঘুনাথ।
করেন প্রণতি স্তুতি হয়ে যোড়হাত।।
মুনিরা করেন স্তুতি রামের গোচর।
শ্রীরাম বলেন, প্রভু না করিহ ডর।।
তপোবনে না রাখিব রাক্ষস সঞ্চার।
অবিলম্বে হইবেক রাক্ষস সংহার।।
মুনিগণ সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
তপোবন দরশনে করেন গমন।।
ধনুকে টঙ্কার দিল রাম রঘুবীর।
দেখিয়া সীতার মন হইল অস্থির।।
বনে প্রবেশেন রাম হাতে ধনুর্ব্বাণ।
নিষেধ করেন সীতা রাম বিদ্যমান।।
রাক্ষসের সনে কেন করহ বিবাদ।
অকারণ প্রাণীবধে ঘটিবে প্রমাদ।।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এক কহি তব স্থান।
দূর্ব্বাদলশ্যাম রাম কর অবধান।।
শিশুকালে যখন ছিলাম পিতৃঘরে।
কহিলেন পিতা পূর্ব্বে আখ্যান আমারে।।
দক্ষ নামে এক মুনি ছিল তপোবনে।
তাঁর স্থানে স্থাপ্য খড়্গ রাখে একজনে।।

পাপ হয় হরিলে পরের স্থাপ্য ধন।
তেঁই যত্নে খড়্গাখানি রাখেন ব্রাহ্মণ।।
এক বৃদ্ধ পাখী সেই তপোবনে বৈসে।
নড়িতে চড়িতে নারে প্রাচীন বয়সে।।
মুনিরে কুবুদ্ধি পায়, দৈবের লিখন।
সে খড়্গের চোটে বধে পাখীর জীবন।।
হাতে অস্ত্র করিলে লোকের জ্ঞান নাশে।
হইল মুনির পাপ সে অস্ত্রের দোষে।।
সত্য পালি দেশে চল এই মাত্র পণ।
রাক্ষস মারিয়া তব কোন্ প্রয়োজন।।
সরলা জনকবালা কহিলে এমতি।
বুঝান প্রবোধ বাক্যে তাঁরে সীতাপতি।।
কনক কমল-মুখী জনক-কুমারী।
আমার নাহিক ভয়, কি ভয় তোমারি।।
মহাতেজা মুনিগণ যাহার সহিতে।
তাহার কিসের ভয়, বল দেখি সীতে।।
যাইতে দেখেন তাঁরা দিব্য সরোবর।
শুনেন অপূর্ব্ব গীত তাহার ভিতর।।
বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসেন রঘুমণি।
জলের ভিতর গীত শুনি কেন মুনি।।
মুনি বলিলেন, এথা ছিল এক মুনি।
করিত কঠোর তপ দিবস রজনী।।
তপোভঙ্গ করিতে তাঁহার পুরন্দর।
পাঠায় অপ্সরাগণে যথা মুনিবর।।
আইল অপ্সরাগণ মুনির নিকটে।
দেখিয়া পড়িল মুনি মদন-সঙ্কটে।।
সে স্থানের খ্যাতি পঞ্চ অপ্সরা বলিয়া।
অদ্যাপি আইসে তারা তথা লুকাইয়া।।
নৃত্য গীত করে তারা নাহি যায় দেখা।
এমন অপূর্ব্ব কথা পুরাণেতে লেখা।।
শুনিয়া মুনির কথা কৌতুকী শ্রীরাম।
তপোবন দেখিয়া গেলেন মুনি-ধাম।।
আতিথ্য করেন মুনি সমাদর করি।
তিন জন বঞ্চিলেন সুখে বিভাবরী।।
কোথা পাঁচ সাত মাস, কোথা দশমাস।
কোথাও বৎসর রাম করেন প্রবাস।।
এইরূপে বনে বনে করেন ভ্রমণ।
অতীত হইল দশ বৎসর তখন।।
একদিন সীতা সহ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
করপুটে বন্দিলেন মুনির চরণ।।
সুতীক্ষ্ণ মুনিরে রাম কহেন সুভাষ।
অগস্ত্যেরে প্রণাম করিতে করি আশ।।
মুনি বলে, যাহ রাম অগস্ত্যের ধাম।
তথা গিয়া তাঁহার পূরাও মনস্কাম।।
তাঁহার কনিষ্ঠ আছে পিপ্পলীর বনে।
অদ্য গিয়া বাস কর তাঁর তপোবনে।।
কল্য গিয়া পাইবে অগস্ত্য-তপোবন।
তাহাতে আছেন মুনি দ্বিতীয় তপন।।
বিদায় হইয়া রাম চলেন দক্ষিণে।
উপনীত হইলেন পিপ্পলীর বনে।।
রামেরে পাইয়া মুনি পাইলেন প্রীতি।
তথা সেই রাত্রি রাম করিলেন স্থিতি।।
প্রভাতে উঠিয়া রাম করেন গমন।
লক্ষ্মণে দেখান রাম অগস্ত্যের বন।।
এই বনে ছিল এক রাক্ষস দুর্জ্জয়।
তারে বধি মুনি করিলেন এ আলয়।।
শুনিয়া লাগিল লক্ষ্মণের চমৎকার।
মুনি হয়ে রাক্ষস মারেন কি প্রকার।।

শ্রীরাম বলেন, ভাই শুন তদন্তর।
ইল্বল বাতাপি ছিল দুই সহোদর।।
মায়াবী রাক্ষস তারা নানা মায়া ধরে।
বাতাপি হইয়া মেষ, ব্রহ্মবধ করে। ।
তার ভাই ইল্বল, সে জানিত সঙ্গীত।
লোক-মধ্যে ভ্রমে যেন অদ্ভুত পণ্ডিত।।
আদর করিয়া দ্বিজে করে নিমন্ত্রণ।
সেই মেষ-মাংস দিয়া করায় ভোজন।।
ব্রাহ্মণের উদরে মেষের মাংস থাকে।
বাতাপি বাহির হয়, ইল্বল যবে ডাকে।।
পেট চিরি বাহির হয়, বিপ্রগণ মরে।
এইরূপ করি ভ্রমে দুই সহোদরে।।
ব্রহ্মবধ শুনিয়া অগস্ত্য মহামুনি।
ইল্বলের ঠাঁই দান মাগিল আপনি।।
দূর হৈতে আইলাম পথিক ব্রাহ্মণ।
মেষমাংস মোরে আজি করাহ ভোজন।।
মুনির বচন শুনি ইল্বল উল্লাস।
কহিল, কতেক মুনি খাবে মেষ-মাস।।
মুনি বলেন বহুদিন আছি উপবাস।
ভোজন করিব আমি গাড়লের মাস।।
বাতাপি গাড়ল হয় মায়ার প্রবন্ধে।
গাড়ল কাটিয়া মাংস রান্ধিল আনন্দে।।
বড় আশা করি মুনি ভোজনেতে বৈসে।
হাতে থালা করিয়া ইল্বল তা পরশে। ।
গঙ্গাদেবী বলি মুনি মনে মনে ডাকে।
অলক্ষিতে গঙ্গাদেবী কমণ্ডলু ঢোকে।।
গঙ্গাজল পান করি ব্রহ্মমন্ত্র জপে।
মুষ্টি মুষ্টি মাংস মুনি ভোজন করে কোপে।।
মুনির উদরে মাংস প্রায় হয় পাক।
বাহিরে ইল্বল ডাকে ঘন ঘন ডাক।।
ইল্বল বলিল, এসো বাতাপি বাহিরে।
মুনি বলে তুমি কোথা দেখ বাতাপিরে।।
যেমন গর্জ্জিয়া সিংহ ধরে, ভক্ষ্য হাতী।
ইল্বলে মারিতে যুক্তি করে মহামতি।।
পণ্ডিত হইয়া তোর বুদ্ধি নাহি ঘটে।
তোমার বাতাপি এই আছে মম পেটে।।
সে কথায় পাসরিল রাক্ষস আপনা।
মুনি অভিশাপ করে যেমন ঝঞ্ঝনা।।
সে অগ্নিতে ইল্বল পুড়িয়া তবে মরে।
এই মতে মুনি দুই রাক্ষসেরে মারে।।
এইরূপে মারিয়া সে রাক্ষস দুর্জ্জয়।
তপোবন রক্ষা করিলেন মহাশয়।।
আইলাম সেই অগস্ত্যের তপোবনে।
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হয় যাঁর দরশনে।।
যাইতেছিলেন রাম অগস্ত্যের দ্বারে।
হেনকালে শিষ্য এক আইল বাহিরে।।
তাঁহারে দেখিয়া বলিলেন শ্রীলক্ষ্মণ।
আইলেন রাম অদ্য সম্ভাষ কারণ।।
এতেক বচনে শিষ্য গেল অভ্যন্তরে।
কহিল রামের কথা মুনির গোচরে।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা দ্বারে তিন জন।
আজ্ঞা বিনা কেমনে করেন আগমন।।
রামের সম্বাদে মুনি হয়ে আনন্দিত।
আজ্ঞা করিলেন শিষ্যে, আনহ ত্বরিত।।
সবাকার পূজ্য রাম আইলেন দ্বারে।
যোগিগণ অনুক্ষণ ধ্যান করে যাঁরে।।
সবারে লইয়া গেল মুনির আজ্ঞায়।
দেখিয়া মুনির মনোভ্রমদূরে যায়।।

অগস্ত্য বলেন, কি অপূর্ব্ব দরশন।
অগস্ত্যের চরণ বন্দেন তিন জন।।
গোলোক ছাড়িয়া কে করিলে বনবাস।
না জানি তোমার আর কিসে অভিলাষ।।
লক্ষ্মণের চরিত্রে আমার চমৎকার।
দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী লক্ষ্মণ তোমার।।
পথশ্রান্ত আছে রাম, করাহ ভোজন।
আজ্ঞামতে শিষ্যেরা করিল আয়োজন।।
মুনির আদরে রাম করেন ভোজন।
তিন নিশি তথায় বঞ্চেন তিন জন।।
করিয়া প্রভাতকৃত্য শ্রীরঘুনন্দন।
অগস্ত্যের সহিত করেন আলাপন।।
পিতৃসত্য পালিবারে আসিয়াছি বনে।
আজ্ঞা কর অগস্ত্য, থাকিব কোন্ স্থানে।।
অগস্ত্য বলেন শুনি রামের বচন।
যেখানে থাকিবে, সেই মহেন্দ্র- ভবন।।
গোদাবরী-তীরে রাম দিব্য আয়তন।
পঞ্চবটী গিয়া তথা থাক তিন জন।।
দিব্য ধনুর্ব্বাণ বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ।
রামেরে অগস্ত্যমুনি করিলেন দান। ।
নানা আভরণ আর সোণার টোপর।
বহু রত্ন দিয়া মুনি করেন আদর।।
অগস্ত্যের স্থানে রাম হইয়া বিদায়।
চলেন দক্ষিণে সীতা লক্ষ্মণ সহায়।।
জটায়ু নামেতে পক্ষী, সে দেশে বসতি।
পাইয়া রামের বার্ত্তা আসে শীঘ্রগতি।।
শ্রীরামের সম্মুখে হইয়া উপস্থিত।
আপনার পরিচয় দেয় যথোচিত।।
জটায়ু আমার নাম গরুড়-নন্দন।
তোমার বাপের মিত্র আমি পুরাতন।।
পক্ষীরাজ সম্পাতি আমার ছোট ভাই।
আরো পরিচয় রাম তোমারে জানাই।।
পূর্ব্বে দশরথের করেছি উপকার।
তেঁই সে তাঁহার সঙ্গে মিত্রতা আমার।।
আইস আইস রাম সীতা মোর ঘরে।
ইহা কহি বাসা দিল অতি সমাদরে।।
তিন জন অনুব্রজি লৈয়া গেল পাখী।
পঞ্চবটী দেখিয়া শ্রীরাম বড় সুখী।।
লক্ষ্মণে বলেন রাম, বাঁধ বাসাঘর।
গোদাবরী জলে স্নান করি নিরন্তর। ।
লক্ষ্মণ বলেন, রাম আপনি প্রধান।
কোন্ স্থানে বাঁধি ঘর, কর সদ্বিধান।।
দেখেন শ্রীরাম স্থান গোদাবরী-তীরে।
সুশোভিত শ্বেত পীত লোহিত প্রস্তরে। ।
নিকটে প্রসর ঘাট, তাতে নানা ফুল।
মধুপানে মাতিয়া গুঞ্জরে অলিকুল। ।
শ্রীরাম বলেন, হেথা বান্ধ বাসাঘর।
জানকীর মনোমত করহ সুন্দর।।
শ্রীরামের আজ্ঞাতে বান্ধেন দিব্য ঘর।
একিদিনে, লক্ষ্মণ সে অতি মনোহর। ।
পূর্ণকুম্ভ দ্বারেতে কুসুম রাশি রাশি।
অগ্নিপূজা করি হইলেন গৃহবাসী।।
পাতা লতা নির্ম্মিত সে কুটীর পাইয়া।
অযোধ্যার অট্টালিকা গেলেন ভুলিয়া।।
জটায়ু বলেন, রাম আসি হে এখন।
যখন করিবে আজ্ঞা, আসিব তখন।।
এত বলি পক্ষিরাজ উড়িল আকাশে।
দুই পাখা সারি গেল আপনার বাসে।।

রজনী বঞ্চিয়া রাম উঠি প্রাতঃকালে।
স্নান করিবারে যান গোদাবীর-জলে। ।
সুগন্ধ সুদৃশ্য নানা কুসুম তুলিয়া।
নিত্য নিত্য করেন শ্রীরাম নিত্য-ক্রিয়া।।
ফল-মূল আহরণ করেন লক্ষ্মণ।
অযত্ন সুলভ গোদাবরীর জীবন।।
ঋষিগণ সহিত সর্ব্বদা সহবাস।
করেন কুরঙ্গ গণ সহ পরিহাস।।
সীতার কখন যদি দুঃখ হয় মনে।
পাসরেন তখনি শ্রীরাম-দরশনে।।
রামের যেমন দেশ, তেমন বিদেশ।
আত্মারাম শ্রীরাম, নাহিক কোন ক্লেশ।।
লক্ষ্মণের চরিত্র বিচিত্র মনে বাসি।
শ্রীরামের বনবাসে যিনি বনবাসী। ।

শ্রীরামকে বিবাহ করিতে সূর্পণখার ইচ্ছা ও লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক তাহার নাসা কর্ণ ছেদন

এরূপে রহেন পঞ্চবটী তিন জন।
হেনকালে ঘটে এক অপূর্ব্ব ঘটন।।
রাবণের ভগ্নী সেই নাম সূর্পণখা।
অকস্মাৎ রামের সম্মুখে দিল দেখা।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল রামের সদনে।
শ্রীরামেরে দেখিয়া সে মাতিল মদনে।।
শত কাম জিনিয়া শ্রীরাম রূপবান।
সুখ হয়, যদি মিলে সমানে সমান।।
এত ভাবি মায়াবিনী দুষ্টা নিশাচরী।
নররূপ ধরে নিজ রূপ পরিহরি।।
জিতেন্দ্রিয় শ্রীরাম ধার্ম্মিক-শিরোমণি।
রামে ভুলাইবে কিসে অধর্ম্মাচারিণী।।
পর্ব্বত নাড়িতে চাহে হইয়া দুর্ব্বলা।
ভুলাইতে রামেরে পাতিল নানা ছলা। ।
হাব ভাব আবির্ভাব করিয়া কামিনী।
রামেরে জিজ্ঞাসা করে সহাস্য বদনী।।
রাজপুত্র বট, কিন্তু তপস্বীর বেশ।
এমন কাননে কেন করিলে প্রবেশ।।
দণ্ডক-কাননে আছে দারুণ রাক্ষস।
হেন বনে ভ্রম তুমি, এ বড় সাহস।।
বহু দূর নহে, তারা আইল নিকটে।
হেন রূপবান তুমি পড়িলে সঙ্কটে।।
সঙ্গে দেখি চন্দ্রমুখী, ইনি কে তোমার।
এ পুরুষ কে তোমার সমান আকার।।
সরল হৃদয় রাম দেন পরিচয়।
মম পিতা দশরথ রাজা মহাশয়।।
ইনি ভ্রাতা লক্ষ্মণ, প্রেয়সী সীতা ইনি।
সত্য হেতু বনে ভ্রমি, শুন লো কামিনি।।
শুনিলে, আমারে দেহ নিজ পরিচয়।
কে বট আপনি, কোথা তোমার আলয়।।
পরমাসুন্দরী তুমি, রূপে নিরুপমা।
মেনকা ঊর্ব্বশী কি হইবে তিলোত্তমা।।
জিজ্ঞাসা করিল রাম সরল হৃদয়।
সূর্পণখা আপনার দেয় পরিচয়।।
লঙ্কাতে বসতি, আমি রাবণ- ভগিনী।
নানা দেশ ভ্রমি আমি হয়ে একাকিনী।।
দেশে দেশে ভ্রমি আমি, কারে নাহি ভয়।
তোমার বনিতা হই, হেন বাঞ্ছা হয়। ।

লঙ্কাপুরে বৈসে ভাই দশানন রাজা।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা মহাতেজা।।
অন্য ভ্রাতা সুশীল ধার্ম্মিক বিভীষণ।
ভাই খর দূষণ এখানে দুই জন।।
অতি আহ্লাদের আমি কনিষ্ঠা ভগিনী।
তোমার হইলে কৃপা, ধন্য করি মানি।।
সুমেরু পর্ব্বত আর কৈলাস মন্দর।
তোমা সহ বেড়াইব, দেখিব বিস্তর।।
তথা যাব, যথা নাই মনুষ্য-সঞ্চার।
তুমি আমি কৌতুকেতে করিব বিহার।।
মনঃসুখে বেড়াইব অন্তরীক্ষ গতি।
এত গুণ না ধরে তোমার সীতা সতী।।
প্রতিবাদী হয় যদি জানকী লক্ষ্মণ।
রাখিয়া নাহিক কার্য্য, করিব ভক্ষণ।।
আমার দেখহ রাম কেমন সুবেশ।
সীতার আমার রূপ অনেক বিশেষ।।
কুবেশ তোমার সীতা, বড়ই ঘৃণিত।
হেন ভার্য্যা সহ থাক মনে পেয়ে প্রীত।।
যখন যেখানে ইচ্ছা, সেখানে তখনি।
বিহার করিব গিয়া দিবস রজনী।।
শ্রীরাম বলেন, সীতা না করিহ ত্রাস।
রাক্ষসীর সহিত করিব পরিহাস।।
পরিহাস করেন শ্রীরাম সচতুর।
রাক্ষসীকে বাড়াইতে বলেন মধুর।।
আমার হইলে জায়া পাবে সে সতিনী।
লক্ষ্মণের ভার্য্যা হও, এই বড় গুণী।।
সুচারু লক্ষ্মণ ভাই মনোহর বেশ।
যৌবন সফল কর, কহি উপদেশ।।
লক্ষ্মণ কনকবর্ণ পরম সুন্দর।
লক্ষ্মণের ভার্য্যা নাই, তুমি কর বর।।
সত্য-জ্ঞানে নিশাচরী লক্ষ্মণেরে বলে।
আমা হেন রূপবতী পাবে কোন্ স্থলে।।
তুমি যুবা হইয়া একেলা বঞ্চ রাতি।
রসক্রীড়া ভুঞ্জ তুমি আমার সংহতি।।
লক্ষ্মণ বলেন, আমি শ্রীরামের দাস।
সেবকের প্রতি কেন কর অভিলাষ।।
ভুবনের সার রাম অযোধ্যার রাজা।
তুমি রাণী হইলে করিবে সবে পূজা। ।
কি গুণ ধরেন সীতা তোমার গোচর।
তোমায় সীতায় দেখি অধিক অন্তর।।
শ্রীরামে ভজহ তুমি হৈয়া সাবধান।
মানুষী কি করিবেক তোমা বিদ্যমান।।
উপহাস না বুঝে, বচন মাত্রে ধায়।
লক্ষণেরে ছাড়িয়া রামের কাছে যায়।।
পুনর্ব্বার আইলাম রাম তব পাশে।
ঘুচাইব ব্যাঘাত সীতারে গিলি গ্রাসে।।
বদন মেলিয়া যায় সীতা গিলিবারে।
ত্রাসেতে বিকল সীতা রাক্ষসীর ডরে।।
ক্ষণে বামে ক্ষণেতে দক্ষিণে যান সীতা।
দেখিলেন রঘুনাথ সীতারে ব্যথিতা। ।
যেই দিকে যান সীতা সে দিকে রাক্ষসী।
রাক্ষসীর ডরে কাঁপে জানকী রূপসী।।
শ্রীরাম বলেন, ভাই ছাড় উপহাস।
ইঙ্গিতে বলেন, কর ইহারে বিনাশ।।
ক্রোধেতে লক্ষ্মণ বীর মারিলেন বাণ।
এক বাণে তাহার কাটিল নাক কাণ।।
খান্দা নাকে ধান্দা লেগে রক্ত পড়ে স্রোতে।
ওষ্ঠাধর রাক্ষসীর ভিজিল শোণিতে। ।

শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক চতুর্দ্দশ রাক্ষস-সেনাতি বধ

সূর্পণখা যায় খর দূষণের পাশে।
নাকে হাত দিয়া কান্দে, গাত্র রক্তে ভাসে।।
কহে খর দূষণ রাক্ষস-সেনাপতি।
কোন্ বেটা করিল ভগিনীর দুর্গতি।।
এ দেখি বাঘের ঘরে ঘোগের বসতি।
মরিবার ঔষধ কে বান্ধিল দুর্ম্মতি।।
দূষণ খরের থানা যমের সমান।
যোদ্ধা চৌদ্দ হাজার যাহাতে বলবান।।
রাবণেরে নাহি মানে, আমারে না জানে।
মরিবার উপায় সৃজিল কোন্ জনে।।
বসিয়া ত সূর্পণখা কহে ধীরে ধীরে।
আসিয়াছে দুই নর বনের ভিতরে।।
মুনি তুল্য বেশ ধরে কিন্তু নহে মুনি।
সঙ্গে লয়ে ভ্রমে এক সুন্দরী কামিনী।।
একা কার্য্যে গিয়া ভ্রষ্টা কহে আর কাজ।
মনের বাসনা সে কহিতে বাসে লাজ।।
গেলাম মনুষ্য-মাংস খাইবার সাধে।
নাক কাণ কাটে মোর এই অপরাধে।।
ছিল চৌদ্দজন যে প্রধান সেনাপতি।
যুঝিবারে খর সবে দিল অনুমতি।।
রামেরে মারিয়া আন লক্ষ্মণ সহিত।
গৃধ্র আর কাক খাক তাহার শোণিত।।
যার ঠাঁই ভগিনী পাইল অপমান।
তার রক্ত মাংস সবে কর গিয়া পান।।
লইয়া ঝকড়া শেল মুষল মুদগর।
সেনাপতি ধায় যেন যমের কিঙ্কর।।
মার মার করিয়া ধাইল নিশাচর।
কোলাহলে পূর্ণিত হইল দিগন্তর।।
সকলে আইল যথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
বাহিরে আসিয়া রাম কহেন তখন।।
ফল মূল খাই মাত্র, বাস করি বনে।
এই মত বিনয়ে কহিল রঘুবর।
রামেরে ডাকিয়া বলে দুষ্ট নিশাচর।।
তপস্বীর মত থাক, কে করে বারণ।
ভগিনীর নাক কাণ কাট কি কারণ।।
যেই কর্ম্ম করিলি জীবনে নাহি সাধ।
কোন্ মুখে বলিস, না করি অপরাধ।।
তোমরা দুই মনুষ্য আমরা বহু জন।
আমাদের অস্ত্রাঘাতে মরিবি এখন।।
এই মত কহিয়া সে সকল রাক্ষস।
করে বস্ত্র বরিষণ করিয়া সাহস।।
এক বালে রামচন্দ্র কাটেন সকল।
খণ্ড খণ্ড হইল সে মুদগর মুষল।।
চতুর্দ্দশ বাণ রাম পূরেন সন্ধান।
চতুর্দ্দশ নিশাচর ত্যজিল পরাণ।।
নেউটিয়া বাণ আইল শ্রীরামের তূণে।
রাক্ষস বিনাশ হয় শ্রীরামের গুণে।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিদিত সর্ব্বলোকে।
পুরাণ শুনিয়া গীত রচিত কৌতুকে।।

www.bengaliebook.com

শ্রীরামের সহিত যুদ্ধ করিতে খর ও দূষণের আগমন

চৌদ্দ জন যুদ্ধে পড়ে, সূর্পণখা দেখে।
ত্রাস পাইয়া কহে গিয়া খরের সম্মুখে।।
যুঝিবারে পাঠাইলে ভাই চৌদ্দ জন।
অযশ করিল না সাধিল প্রয়োজন।।
যে চৌদ্দ রাক্ষস পাঠাইলে রণ-স্থান।
রামের বাণেতে তারা হারাইল প্রাণ।।
খর বলে, দেখ তুমি আমার প্রতাপ।
ঘুচাইব এখনি তোমার মনস্তাপ।।
লইয়া চলিল নিজ অস্ত্র খরশান।
নিশাচর চতুর্দ্দশ হাজার প্রধান।।
প্রবাল প্রস্তর ছটা তাহে নানা মণি।
বিচিত্র পতাকা ধ্বজ রথের সাজনি।।
রথগুলা চন্দ্র সুর্য্য জিনিয়া উজ্জ্বল।
প্রবাল মুক্তার হার করে ঝলমল।।
কনক-রচিত রথ বিচিত্র নির্ম্মাণ।
বায়ুবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান।।
অস্ত্র শস্ত্র তাবৎ তুলিয়া রথোপর।
রথ-স্তম্ভ ধরি উঠেমহাবলী খর।।
আচম্বিতে গৃধিনী পড়িল রথ-ধ্বজে।
না চলে রথের ঘোড়া, চলে মন্দ তেজে।।
মেঘের গর্জনে গর্জ্জে রাক্ষস দূষণ।
রামেরে মারিব আগে পশ্চাৎ লক্ষ্মণ।।
রাক্ষস ধাইল যত পরম কৌতুকে।
কৃত্তিবাস রামায়ণ রচে মন-সুখে।।

শ্রীরামের সহিত যুদ্ধে দূষণের মৃত্যু

শ্রীরাম বলেন, শুন সৈন্য কলকলি।
সীতা লয়ে লক্ষ্মণ ত্যজহ রণস্থলী।।
থাকিয়া আমার কাছে হইতে দোসর।
কিন্তু হেথা থাকিলে পাবেক সীতা ডর।।
বিলম্ব না কর ভাই চলহ সত্বর।
সীতাকে রাখহ গিয়া গুহার ভিতর।।
এত যদি লক্ষ্মণেরে বলিলেন রামে।
দূরেতে লক্ষ্মণ সীতা গেলেন সম্ভ্রমে।।
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব আইল সর্ব্বজন।
অন্তরীক্ষে থাকিয়া সকলে দেখে রণ।।
একা রাম চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস।
কেমনে জিনিবে রাম বড়ই সাহস।।
ডাকিয়া রামেরে বলে তখন দূষণ।
মনুষ্য হইয়া তোর মোর সনে রণ।।
দূষণের বচন শুনিয়া খর হাসে।
রাক্ষস হাজার ছয় সহিত আইসে।।
ত্রিশিরার সঙ্গে দুই হাজার রাক্ষস।
খর-সৈন্য যত, তত দূষণের বশ।।
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস কলকলি।
রামেরে রুষিয়া যায় খর মহাবলী।।
বেষ্টিত রাক্ষসগণ মধ্যে রাম একা।
শৃগাল বেষ্টিত যেন সিংহ যায় দেখা।।
সারথি চালায় রথ, তাহে অষ্ট ঘোড়া।
রামেরে উপরে ফেলি মারিল ঝকড়া।।
সন্ধান পূরিয়া রাম ছাড়িলেন বাণ।
তার বাণ কাটিয়া করিলা খান খান।।
দুই জনে বাণ বর্ষে, দোঁহে ধনুর্দ্ধর।
দোঁহে দোঁহা বিন্ধি বাণে করিল জর্জ্জর।।

উভয়ের গা বহিয়া রক্ত পড়ে স্রোতে।
উভয় গায়ের রক্তে দুই বীর তিতে।।
যুড়িয়া সহস্র বাণ শ্রীরাম ধনুকে।
অতি ক্রোধে মারিলেন রাক্ষসের বুকে।।
নিশাচরগণের উঠিল কলকলি।
মরি মরি বলিয়া পলায় কতগুলি।।
সহস্র রাক্ষস পড়ে শ্রীরামের বাণে।
যোড়েন গন্ধর্ব্ব-অস্ত্র ধনুকের গুণে।।
সকল রাক্ষস হৈল যেন রক্তময়।
আপনা আপনি কারো নাহি পরিচয়।।
আপনা আপনি করে নির্ঘাত প্রহার।
খরের হাজার ছয় রাক্ষস সংহার।।
সকল পড়িল বীর, খর মাত্র আছে।
দূষণের সেনাপতি দেখে তার কাছে।।
আপনি নিকটে হয়ে প্রবেশে সংগ্রামে।
মহাশূল নিক্ষেপ সে করিল শ্রীরামে।।
যে বাণ ছাড়েন রাম শূল কাটিবারে।
শূলে ঠেকি পড়ে কিছু করিতে না পারে।।
পেয়েছে অক্ষয় শূল বিধাতার বরে।
ত্রিভুবনে সেই বর অন্যথা কে করে।।
রণেতে পণ্ডিত রাম নানা বুদ্ধি ঘটে।
শূল সহ দূষণের দুই হাত কাটে।।
দূষণের দুই হাত চন্দনে ভূষিত।
কাটা গেল, পড়িল সে হইয়া মূর্চ্ছিত।।
জ্বালায় দূষণ বীর ত্যজিল পরাণ।
দেবগণ শ্রীরামেরে করিছে বাখান।।

শ্রীরামের সহিত যুদ্ধে খরের মৃত্যু

দূষণ পড়িল, খর লাগিল ভাবিতে।
কাতর হইয়া বীর নেত্র জলে তিতে।।
হাতে অস্ত্র করিয়া ধাইয়া আগুসারে।
এত সেনাপতি মোর একা রাম মারে।।
রাম আর খর বীর অগ্নির আকার।
দশদিক জল-স্থল বাণে অন্ধকার।।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ বাণ এড়িয়া সে খর।
ডাক দিয়া খর বীর করিছে উত্তর।।
মানুষ হইয়া তোর এত অহঙ্কার।
দেবগণ নাহি পারে, তুই কোন্ ছার।।
কত বাণ মারিস্, অগ্রেতে যাক দেখা।
আমার হস্তেতে তোর মৃত্যু আছে লেখা।।
শ্রীরাম বলেন, খর লব তোর প্রাণ।
মুনি-স্থানে পেয়েছি অজেয় ধনুর্ব্বাণ।।
শরভঙ্গ দিয়াছেন এ অক্ষয় তূণ।
যাত চাই তত পাই, নাহি হয় ন্যূন।।
শ্রীরামের বচনেতে লাগে চমৎকার।
ত্রাসে খর চিন্তিল সংশয় আপনার।।
ত্রাস বুঝি খরেরে এড়েন রাম বাণ।
খান খান করেন খরের ধনুখান।।
কাটা গেল ধনুক চিন্তিত হয়ে খর।
লইল ধনুক আর অতি শীঘ্রতর।।
রামের উপরে করে বাণ বরিষণ।
চতুর্দ্দিকে জল-স্থল ছাইল গগন।।
নানা অস্ত্রে দশদিক করিল প্রকাশ।
জিনিলাম রামেরে বলিয়া মনে আশ।।
যে ধনুকে রঘুনাথ করিছেন রণ।
রাক্ষসের বাণে তাহা হইল ছেদন।।

যে ধনুক দিলেন অগস্ত্য মুনিবর।
সে ধনুকে সন্ধান পূরেন রঘুবর।।
সে ধনুকে সন্ধান পূরিল সন্ধান।
কাটিলেন খরের হাতের ধনুর্ব্বাণ।।
রথধ্বজ পতাকা করেন খণ্ড খণ্ড।
ভূমিতে লোটায় রণে সারথির মুণ্ড।।
অগ্নিবাণ এড়েক ধনুকে দিয়া চাড়া।
কাটিলেন শ্রীরাম রথের অষ্ট ঘোড়া।।
রামের দুর্জ্জয় বাণ তারা যেন ছোটে।
আরবার খরের হাতের ধনু কাটে।।
মন্ত্র পড়ি খর বীর মহাগদা এড়ে।
যতদূর যায় গদা, তত দূর পোড়ে।।
গাছের নিকটে গেলে গাছ সব জ্বলে।
আলো করি আসে গদা গগন-মণ্ডলে।।
অগ্নি জ্বলে গদাতে, না হয় শান্ত বাণে।
ত্রিভুবন একাকার ছাইল আগুনে।।
আর বাণ ছাড়েন শ্রীরাম মন্ত্র পড়ে।
পৃথিবীতে কত ধরে অন্তরীক্ষ যোড়ে।।
অগ্নি সম বাণ জ্বলে পর্ব্বত আকার।
অগ্নিবাণে তার গদা হইল সংহার।।
পাইলেন শ্রীরাম তখন অবসর।
খরের শরীর বাণে করেন জর্জ্জর।।
সর্ব্ব কলেবর তার ভিজিল শোণিতে।
রক্তে রাঙ্গা হয়ে বীর চাহে চারিভিতে।।
হাতে অস্ত্র নাহি আর, উঠি দিল রড়।
রামেরে রুষিয়া যায় খাইতে কামড়।।
রামেরে কামড় দিতে যায় মহারোষে।
শ্রীরাম ঐষিক বাণ জুড়িলেন ত্রাসে।।
বজ্রাঘাতে যেমন পর্ব্বত দুই চির।
গায়ে প্রবেশিতে বাণ পড়ে খর বীর।।
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস পড়ে রণে।
শ্রীরামেরে বাখানে আসিয়া দেবগণে।।
বিরিঞ্চি বলেন, রাম কর অবধান।
সকল দেবতা করে তোমার কল্যাণ।।
আইলেন শঙ্কর তোমায় হয়ে সুখী।
মহেন্দ্র তোমাতে তুষ্ট তব রণ দেখি।।
কুবের বরুণ আদি, যত দেবগণ।
অষ্টলোকপাল আসি করেন স্তবন।।
তোমার প্রসাদে এবে বেড়াবে স্বচ্ছন্দে।
যথা তথা দেব দেবী রহিবে আনন্দে।।
রামেরে বন্দেন গিয়া জানকী লক্ষ্মণ।
করেন সকলে বসি ইষ্ট-সম্ভাষণ।।
অস্ত্র-ক্ষত দেখিয়া রামের কলেবরে।
জানকীর নেত্রনীর ঝর ঝর ঝরে।।
তাহারে কহেন রাম রণ-বিবরণ।
শুনি সীতা কৈকেয়ীকে করিল স্মরণ।।

সূর্পণখা কর্ত্তৃক রাবণকে রাক্ষস বধ ও সীতার সংবাদ দান

রামের সংগ্রাম যত সূর্পণখা দেখে।
শঙ্কাকুলা লঙ্কায় চলিল মনোদুঃখে।।
রাবণে কহিতে যায় আত্ম-সমাচার।
নাক কাণ কাটা তার বীভৎস আকার।।
যার কাছে যায় রাঁড়ী, সেই ভয় পায়।
খেয়ে খর দূষণে রাবণে খাইতে চায়।।
সভা করি বসিয়াছে রাবণ ভূপতি।
সুরগণ সহিত যেমন সুরপতি।।
নিজ নিজ স্থানে বসিয়াছে মন্ত্রীগণ।
হেনকালে সূর্পণখা দিল দরশন।।
নাক কাণ কাটা তার মূর্ত্তিখানি কালি।
সভামধ্যে রাবণেরে দেয় গালাগালি।।
শৃঙ্গার কৌতুকে রাজা থাক রাত্রি দিনে।
রাক্ষস করিতে নাশ রাম এল বনে।।
স্ত্রী মাত্র তাহার সঙ্গে কেহ নাহি আর।
যত ছিল দণ্ডকেতে করিল সংহার।।
হস্তী ঘোড়া নাহি তার জানকী দোসর।
কতেক রাক্ষস মারে রাম একেশ্বর।।
শুনি সূর্পণখার মুখেতে বিবরণ।
হাহাকার করিয়া জিজ্ঞাসে দশানন।।
কতেক কটক তার, কি প্রকার বেশ।
ভয়ঙ্কর বনে কনে করিল প্রবেশ।।
কাহার নন্দন রাম, কেমন সম্মান।
কেমন বিক্রমী সে কেমন ধনুর্ব্বাণ।।
সূর্পণখা বলে, দশরথের নন্দন।
পিতৃসত্য পালিয়া বেড়ায় বনে বন।।
তপস্বীর বেশ ধরে, নহে কোন মুনি।
সঙ্গে করি লয়ে ভ্রমে সুন্দরী রমণী।।
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বনে ছিল।
একা রাম সকলেরে সংহার করিল।।
রামের কনিষ্ঠ সে লক্ষ্মণ মহাবীর।
তার সহ সমরে হইবে কেবা স্থির।।
রামের মহিষী সীতা, সাক্ষাৎ পদ্মিনী।
ত্রৈলোক্য-মোহিনী রূপে পরমা কামিনী।।
সীতার রূপের সমা আর নাহি নারী।
ঊর্ব্বশী মেনকা রম্ভা হারে রূপে তারি।।
যেমন মহৎ তুমি পুরুষ-সমাজে।
তার রূপ কেবল তোমাতে মাত্র সাজে।।
রামেরে ভাঁড়াও আর ভাঁড়াও লক্ষ্মণে।
আনহ রমণী-রত্ন যত্নে এইক্ষণে।।
যেমন সন্তাপ দিল সে রাক্ষসকুলে।
তেমনি মরুক সে সীতার শোকানলে।।
সূর্পণখা যত বলে রাজা সব শুনে।
সুন্দরী সীতার কথা ভাবে মনে মনে।।
যুক্তি করে রাবণ বসিয়া সভাস্থানে।
রামে ভাঁড়াইয়া সীতা আনিব কেমনে।।
রাক্ষসের মায়া নর বুঝিতে কে পারে।
সূর্পণখা কান্দিল রাবণ বধিবারে।।
কেহ সূর্পণখার কথায় মন্দ হাসে।
গাইল অরণ্যকাণ্ড গীত কৃত্তিবাসে।।

সীতা হরণ করিতে রাবণকে মারীচের নিষেধ

আর দিন দশানন আইল বাহিরে।
বুঝিয়া রাজার মন সারথি সত্বরে।।
আনিল পুষ্পক রথ অপূর্ব্ব গঠন।
সে রথের সারথি আপনি সমীরণ।।
হীরা মুক্তা মাণিক্য প্রভৃতি রত্নগণে।
খচিত রচিত কত মাণিক কাঞ্চনে।।
মনোরথে না আইসে রথের সৌন্দর্য্য।
অষ্ট অশ্ব বদ্ধ তাহে, দেখিতে আশ্চর্য্য।।
সেই রথে আরোহণ করে লঙ্কেশ্বের।
বিদ্যুতের প্রায় রথ চলির সত্বর।।
নানা দেশ নদ নদী ছাড়িয়া রাবণ।
সাগর লঙ্ঘিয়া যায় শতক যোজন।।
শ্যামবট পাদপ যোজন শত ডাল।
অশীতি যোজন মূল গিয়াছে পাতাল।।
চারি ডাল দেখিল যেন পর্ব্বতের চূড়া।
সত্তর যোজন হয় সে গাছের গোড়া।।
তপ করে বালখিল্য আদি মুনিগণ।
মারীচ উদ্দেশে তথা চলিল রাবণ।।
যথা তপ করে সে মারীচ নিশাচর।
রথে চাপি তথা গেল রাজা লঙ্কেশ্বর।।
মারীচ আইল ভয়ে রাবণেরে দেখি।
সর্প যেন ভীত হয় গরুড় নিরখি।।
ত্রাস পায় লোক যেন যম দরশনে।
পাইল মারীচ ত্রাস দেখিয়া রাবণে।।
রাবণ বলিল, তুমি অমাত্য প্রধান।
লঙ্কায় না দেখি পাত্র তোমার সমান।।
অযুত হস্তীর বল তোমার শরীরে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব সদা ভীত তব ডরে।।
বড় দুঃখে আইলাম তোমার গোচর।
সাগর লঙ্ঘিয়া আসি বনের ভিতর।।
দণ্ডাকারণ্যেতে ছিল যত নিশাচর।
সবাকারে সংহারিল রাম একেশ্বর।।
ত্রিশিরা দূষণ খর আদি যত ভাই।
সবারে মারিল রাম, কেহ আর নাই।।
ধিক্ ধিক্ আমারে তোমারে ধিক্ ধিক্।
তুমি আমি থাকিতে কলঙ্ক কি অধিক।।
সূর্পণখা ভগিনীর কাটে নাক কাণ।
হইয়া মুনষ্য-কীট করে অপমান।।
আপনি রাবণ আমি, পুত্র মেঘনাদ।
ঘটাইল ক্ষুদ্র রাম এতেক প্রমাদ।।
না করি ইহার যদি আমি প্রতিকার।
ত্রিলোকের আধিপত্য বিফল আমার।।
আজি লইলাম আমি তোমার শরণ।
পাত্রকার্য্য কর পাত্র শুনহ বচন।।
শুনি তার পরমা সুন্দরী এক নারী।
তার রূপ-গুণ-কথা কহিতে না পারি।।
তাহারে হরিব করি তোমারে সহায়।
শুনিয়া মারীচ কহে করি হায় হায়।।
অবোধ রাবণ একি তোমার যুকতি।
কে দিল এ কুমন্ত্রণা তোমারে সম্প্রতি।।
প্রাণাধিক রামের সে জানকী সুন্দরী।
হরিলে তাঁহারে কি রহিবে লঙ্কাপুরী।।
রাম সহ বিবাদে যাইবে যমপুরী।
শ্রীরামের নিকটে না খাটিবে চাতুরী।।
কুম্ভকর্ণ বিভীষণ হইবে বিনাশ।
মরিবে কুমারগণ, হবে সর্ব্বনাশ।।

লঙ্কাপুরী মনোহর, নাহিক উপমা।
সৃষ্টি নষ্ট না করিহ, চিত্তে দেহ ক্ষমা।।
পায়ে পড়ি লঙ্কানাথ, করি হে মিনতি।
রক্ষা কর, রক্ষা কর লঙ্কার বসতি।।
আনহ যদ্যপি সীতা করহ বিবাদ।
সবাকার উপরেতে পড়িবে প্রমাদ।।
কুমন্ত্রীর বচনেতে রাজলক্ষ্মী ত্যজে।
সুমন্ত্রী মন্ত্রণা দিলে, লক্ষ্মী তারে ভজে।।
যেমন ছুটিলে হস্তী, না রহে অঙ্কুশে।
লঙ্কাপুরী তেমনি মজিবে তব দোষে।।
বিদিত রামের গুণ আছে সর্ব্বলোক।
প্রাণ দিল দশরথ রাম পুত্রশোকে।।
সীতা বিনা রামের না যায় অন্যে মন।
সীতার শ্রীরাম পদে মন সমর্পণ।।
কুমার তোমার সব থাকুক কুশলে।
জ্ঞাতি পাত্র তোমার থাকুক কুতূহলে।।
বহুভোগ করিবে হইবে চিরজীবী।
আনিতে না কর মনে শ্রীরামের দেবী।।
রাম বিনা সীতাদেবী অন্যে নাহি ভজে।
তবে তারে রাবণ হরিবে কোন্ কাজে।।
পরস্ত্রী দেখিলে তুমি বড় হও সুখী।
স্বংশে মরিবে রাজা পাছু নাহি দেখি।।
রাজা বলে, মারীচ হরিণ হও তুমি।
ভাণ্ডাইয়া রামেরে হরিব সীতা আমি।।
মারীচ বলে মৃগবেশে যাব তাঁর কাছে।
আগেতে আমার মৃত্যু, তব মৃত্যু পাছে।।
কার্য্যসিদ্ধি না হইবে পড়িবে সঙ্কটে।
অপরাধ না করিহ রামের নিকটে।।
পরিণাম ভাল মন্দ বিভীষণ জানে।
জিজ্ঞাসা করিও সে ধার্ম্মিক বিভীষণে।।
ধার্ম্মিক ত্রিজটা আছে, বুদ্ধিতে পণ্ডিতা।
যদি বলে আনিতে সে, তবে আন সীতা।।
নহেন মনুষ্য রাম স্বয়ং নারায়ণ।
নতুবা অন্যের কার এত পরাক্রম।।
মনে না করিও সূর্পণখার অবস্থা।
মরিল রাক্ষস বহু, তাহাতে কি আস্থা।।
দূষণ ত্রিশিরাদির না ভাবিহ দুঃখ।
আপনি বাঁচিলে হে ভুঞ্জিবে কত সুখ।।
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস যেই মারে।
স্বংশে মরিবে রাজা, নারিবে তাহারে।।
তোমার বিক্রম জানি, শুন লঙ্কেশ্বর।
শ্রীরামে তোমায় দেখি অনেক অন্তর।।
আপন বিক্রম তুমি বাখান আপনি।
তোমা হেন লক্ষ লক্ষ জিনে রঘুমণি।।
ছাড়িলাম ভার্য্যা পুত্র স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী।
তপস্বী হইয়া তবু শ্রীরামেরে ডরি।।
তথাপি তোমার স্থানে নাহিক এড়ান।
পাঠাও রামের কাছে নাশিতে পরাণ।।
আমার বচন তুমি শুন লঙ্কেশ্বর।
সীতালোভ ছাড়িয়া চলিয়া যাহ ঘর।।
যত বলে মারীচ, রাবণ তত রোষে।
রচিল অরণ্যকাণ্ড দ্বিজ কৃত্তিবাসে।।

রাবণের প্রতি মারীচের সুমন্ত্রণা প্রদান

ঔষধ না খায় যার নিকট মরণ।
যত বলে মারীচ, তা না শুনে রাবণ।।
রুষিয়া রাবণ কহে মারীচের প্রতি।
কুবুদ্ধি ঘটিল তোর, শুন রে দুর্ম্মতি।।
নরের গৌরব রাখ মন্দ বল মোরে।
আমি তোরে মারিলে কে কি করিতে পারে।।
আমার প্রতাপে সদা কম্পিতা মেদিনী।
মনুষ্যের কিবা কথা দেব দৈত্য জিনি।।
আইলাম আমি ঘরে, কর তিরস্কার।
আমার সম্মুখে মনুষ্যের পুরস্কার।।
বল বুদ্ধি হীন রাম হয় নরজাতি।
নিশাচরকুলে তুমি রাখিলে অখ্যাতি।।
নিষেধ করেন যদি দেব পঞ্চানন।
তথাপি আনিব সীতা, না যায় খণ্ডন।।
ভাণ্ডাইয়া রামেরে লইয়া যাহ দূরে।
হরিয়া আনিব সীতা পেয়ে শূন্য ঘরে।।
আমার সহিত যাবে, তোমার কি ভয়।
যুদ্ধ না করিব আমি, দেখহ নিশ্চয়।।
মারীচ শুনিয়া তাহা বলিল বচন।
সীতারে আনিলে হবে সবংশে নিধন।।
হরেছ অনেক নারী, পেয়েছ নিস্তার।
না দেখি নিস্তার রাজা হরিলে এবার।।
পুত্র মিত্র কলত্র বান্ধব পরিবার।
এইবার সবাকার হইবে সংহার।।
এক স্ত্রী আনিয়া মজাইবে যত নারী।
এই লোভে ছাড়িয়া চলহ লঙ্কাপুরী।।
সাগরের দর্প কর, সাগর কি করে।
সবংশে তোমারে রাম ডুবাবে সাগরে।।
আগেতে মরিব আমি রাম-দরশনে।
পশ্চাতে মরিবে তুমি, সহ পুরজনে।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণেরে ভাণ্ডাব কি মায়ায়।
না দেখি উপায় কিছু ঠেকিলাম দায়।।
আমার মায়ায় রাম যদি ছাড়ে ঘর।
একা না থাকিবে সীতা থাকিবে দোসর।।
যে ঘরে থাকিবে বীর সুমিত্রা-নন্দন।
ঘে ঘরে প্রবেশ করে, হেন কোন্ জন।।
যথা তথা যাহ তুমি বলি লঙ্কেশ্বর।
না কর সীতার চেষ্টা চলি যাহ ঘর।।
হরিতে গেলাম সীতা না পাইলাম তায়।
দেশে গিয়া এই কথা জানাও সবায়।।
যদি সীতা আনিতে নিতান্ত কর মন।
পরিণামে মম কথা করিবে স্মরণ।।
রাজা পাত্র করে যুক্তি হয়ে একমতি।
রথে চাপি উত্তরেতে চলে শীঘ্রগতি।।
ফুলিয়ার কৃত্তিবাস গায় সুধাভাণ্ড।
রাবণেরে মজাইতে বিধাতার কাণ্ড।।

মারীচের মায়ামৃগ রূপ ধারণ

তিন কাণ্ড পুঁথি গেল শ্রীরাম-মাহাত্ম্য।
আর তিন কাণ্ড শুন রাবণ-চরিত্র।।
সুর্পণখা বলে ভাই এই পঞ্চবটী।
এই স্থানে কাটা গেল নাক কাণ দুটি।।
রাবণ চড়িয়া রথে চলিল গগনে।
রথ হৈতে ভূমিতে নামিল দুই জনে।।

মারীচের করে ধরি কহে লঙ্কেশ্বর।
মৃগরূপ ধর তুমি, দেখিতে সুন্দর।।
মৃগরূপ ধরিল মারীচ নিশাচর।
বিচিত্র সুচিত্র তার সুবর্ণ শরীর।।
নবনীত সদৃশ কোমল কলেবর।
শ্বেতবর্ণ চারি খুর দেখিতে সুন্দর।।
দুই শৃঙ্গে তার যেন প্রবাল প্রস্তর।
সোনার বিম্বকি গলে যেন নিশাকর।।
ত্রৈলোক্য জিনিয়া স্বর্ণমৃগ মনোহর।
দুই ওষ্ঠ শোভে তাহে যেন দিবাকর।।
স্থানে স্থানে রাঙ্গা, মধ্যে কজ্জলের রেখা।
রাঙ্গা জিহ্বা মেলে যেন বিজলী ঝলকা।।
লোমাবলী দেখি যেন মুকুতার জ্যোতি।
দুই চক্ষু জ্বলে যেন রতনের বাতি।।
নানা মায়া ধরে দুষ্ট মায়ার পুতুলি।
রত্নের কিরণ কিম্বা শোভিত বিজলী।।
মৃগরূপ দেখিয়া রাবণ রাজা হাসে।
গাইল অরণ্যকাণ্ড গীত কৃত্তিবাসে।।

মায়ামৃগ রূপধারী মারীচ বধ

বনমধ্যে লুকাইয়া রহিল রাবণ।
আলো করি মায়ামৃগ করিল গমন।।
দেখিয়া আপন মূর্ত্তি আপনি উলটে।
চলিতে চলিতে গেল রামের নিকটে।।
রাম সীতা বসিয়া আছেন দুই জন।
সেইখানে মৃগ গিয়া দিল দরশন।।
রাক্ষস-বংশের ধ্বংস করিবার তরে।
ডুবাইতে জানকীরে বিপদ-সাগরে।।
দেবগণে বিপদে করিতে পরিত্রাণে।
বিধাতা করিল হেন মৃগের নির্ম্মাণ।।
রামেরে বলেন সীতা মধুর বচন।
অনুমতি যদি হয়, করি নিবেদন।।
এই মৃগচর্ম্ম যদি দাও ভালবাসি।
কুটীরে কৌতুকে নাথ বিছাইয়া বসি।।
আদরে শুনিয়া রাম সীতার বচন।
ডাক দিয়া লক্ষ্মণেরে বলেন তখন।।
অদ্ভুত হরিণ ভাই দেখ বিদ্যমান।
অপূর্ব্ব সুন্দর রূপ কাহার নির্ম্মাণ।।
দুই পাশে শোভা করে চন্দ্রের মণ্ডলী।
ধবল কিরণ যেন গায়ে লোমাবলী।।
রাঙ্গা জিহ্বা মেলে যেন অগ্নি হেন দেখি।
আকাশের তারা যেন শোভে দুই আঁখি।।
দুই শৃঙ্গ অল্প দেখি প্রবালের বর্ণ।
রূপে আলো করিতেছে রম্য দুই কর্ণ।।
জানকী চাহেন এই হরিণের চর্ম্ম।
বুঝ দেখি লক্ষ্মণ ইহার কিবা মর্ম্ম।।
লক্ষ্মণ মৃগের রূপ করি নিরীক্ষণ।
রামেরে বলেন কিছু প্রবোধ বচন।।
মায়াবী রাক্ষস শুনিয়াছি মুনি-মুখে।
পাতিয়া মায়ার ফাঁদ আপনার সুখে।।
রূপে ভুলাইয়া আগে মন সবাকার।
বনে গিয়া রক্ত-মাংস করিবে আহার।।
নানা মায়া ধরে দুষ্ট মায়ার পুত্তলি।
আমা সবা ভাণ্ডিবারে পাতে মায়াজালি।।
অবশ্য রাক্ষস আছে সহিত ইহার।
নতুবা না দেখি হেন মৃগের সঞ্চার।।

ভালমতে ইহা আগে করিব নির্ণয়।
রাক্ষসের মায়া কি স্বরূপ মৃগ হয়।।
লক্ষ্মণ সুবুদ্ধি অতি, বুদ্ধি নাহি টুটে।
যত যুক্তি বলিলেন সকলি সে ঘটে।।
লক্ষ্মণের বচনে কহেন রঘুবীর।
মারীচ আইল কি সে, কর ভাই স্থির। ।
যদ্যপি মারীচ হয় ব্রহ্মবধী পাপী।
মারিব তাহারে যেন অগস্ত-বাতাপি। ।
সে না হয়ে যদ্যপি রাক্ষস অন্য জন।
মারিয়া করিব নিষ্কণ্টক তপোবন।।
রাক্ষস না হয় যদি হয় মৃগজাতি।
রত্ন মৃগ ধরিলে পাইব মনে প্রীতি।।
ধরিতে না পারি যদি মারিব পরাণে।
মৃগচর্ম্ম লইয়া আসিব এইখানে।।
যাবৎ মারিয়া মৃগ নাহি আসি ঘরে।
তাবৎ করহ রক্ষা লক্ষ্মণ সীতারে। ।
আমার বচন কভু না করিহ আন।
প্রমাদ না পড়ে যেন হয়ো সাবধান।।
বৃক্ষ-আড়ে থাকিয়া রাবণ সব শুনে।
মনে ভাবে জানকীরে হরিব এক্ষণে।।
যখন যা হবে, তাহা বিধির লিখন।
সীতা হেন সতী দুঃখ পান সে কারণ। ।
শ্রীরাম করেন সজ্জা হাতে ধনুঃশর।
যান মৃগ মারিতে লক্ষ্মণে রাখি ঘর। ।
শ্রীরামেরে দেখিয়া মারীচ ভাবে মনে।
পলাইয়া গেলে মোরে মারিবে রাবণে। ।
আমারে মারিবে রাম নতুবা রাবণ।
আমার কপালে আজি অবশ্য মরণ।।
বরঞ্চ রামের হাতে মরণ মঙ্গল।
রাবণের হাতে মৃত্যু নরক কেবল।।
মারীচ সশঙ্ক হয়ে যায় ধীরে ধীরে।
আগে ধায়, পিছে ধায়, চায় ফিরে ফিরে।।
ক্ষণে যায়, ক্ষণে চায়, ক্ষণে হয় দূর।
নানা রঙ্গে চলে মৃগ মায়ার প্রচুর।।
ক্ষণেক নিকটে যায়, ক্ষণেক অন্তরে।
শ্রীরাম নিকটে গেলে সে পলায় দূরে।।
প্রাণে মরিবেক মৃগ, না মারেন বাণ।
নিকটে পাইলে মৃগ ধরি দুই কাণ।।
এমন চিন্তিয়া রাম বুঝেন কারণ।
স্বরূপতঃ মৃগ নহে হবে দুষ্ট জন। ।
ক্ষণে অদর্শন হয়, ক্ষণে মৃগ দেখি।
মায়ারূপ ধরিয়াছে মারীচ পাতকি।।
ঐষিক বিশিখ রাম পূরেন সন্ধান।
মারীচের বুকে বাজে বজ্রের সমান। ।
বেদনায় মারীচ সে পড়িল অন্তরে।
রাক্ষসের মূর্ত্তি ধরি হাহাকার করে।।
তখন মারীচ করে রাবণের হিত।
রামের ডাকের তুল্য ডাকে আচম্বিত।।
আইস লক্ষ্মণ ঝাট কর পরিত্রাণ।
রাক্ষস মিলিয়া ভাই লয় মোর প্রাণ।।
মারীচ ভাবিল মনে ডাকিলে এমনি।
রামের বচন মানি আসিবে এখনি।।
লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
শুনিয়া রামের হয় কম্প কলেবরে।।
মারীচেরে সংহারিয়া বাণ লয়ে হাতে।
সীতার নিকটে রাম চলেন ত্বরিতে।।
মারীচের বুকে বাণ খসে টান দিতে।
কৃত্তিবাস মারীচ বধ গায় অরণ্যেতে।।

ব্রহ্মচারীবেশে রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হরণ

দূরেতে রাক্ষস করে রামতুল্য ধ্বনি।
রাক্ষসের মায়ায় রামের শব্দ শুনি।।
হেথা শুনিলেন সীতা করুণ বচন।
বলিলেন, ঝাট যাও দেবর লক্ষ্মণ।।
আর্ত্তস্বরে শ্রীরাম ডাকেন যে তোমারে।
দেখ গিয়া তাঁহারে কি রাক্ষসেতে মারে।।
লক্ষ্মণ বলেন, নাহি শ্রীরামের ভয়।
মৃগ মারি আসিবেন কিসের বিস্ময়।।
শ্রীরামের মুখে নাহি কাতার বচন।
এত ব্যস্ত হও মাতা কিসের কারণ।।
রামেরে মারিতে পারে আছে কোন্ জন।
তুমি কি জান না সীতা ধনুক-ভঞ্জন।।
রামের বচন সীতা ধনুক-ভঞ্জন।
রামের বচন সীতা আমি নাহি শুনি।
প্রাণ গেলে রামের কাতর নহে বাণী।।
ঘরে রাখি, তোমার নিকটে কেবা রহে।
শূন্য ঘরে থাকা তব উপযুক্ত নহে। ।
তাহা না মানেন সীতা হয়ে উতরোলী।
শিরে ঘা হানেন সীতা দেন গালাগালি।।
বৈমাত্রেয় ভাই কভু নহে ত আপন।
আমা প্রতি লক্ষ্মণ তোমার বুঝি মন।।
ভরত হইল রাজ্য, তুমি লহ নারী।
ভরতের সনে ষড় আছয়ে তোমারি।।
মনের বাসনা কি সাধিবে এই বেলা।
আমার আশাতে কি রামেরে কর হেলা।।
অপর পুরুষে যদি যায় মম মন।
গলায় কাটারি দিয়া ত্যজিব জীবন।।
লক্ষ্মণ ধার্ম্মিক অতি মনে নাহি পাপ।
সকলেরে সাক্ষী করে পেয়ে মনস্তাপ।।
জলচর স্থলচর অন্তরীক্ষচর।
সবে সাক্ষী হও, সীতা বলে দুরক্ষর।।
প্রবোধ না মানে সীতা, আরো বলে রোষে।
আজি মজিবেক সীথা আপনার দোষে।।
গণ্ডী দিয়া বেড়িলেন লক্ষ্মণ সে ঘর।
প্রবেশ না করে কেহ ঘরের ভিতর।।
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ, তাঁর পত্নী সীতা।
শূন্য ঘরে রাখি ওহে সকল দেবতা।।
আমারে বিদায় কর সীতা ঠাকুরাণী।
আর কিছু না বলহ দুরক্ষর বাণী।।
শিরে ঘা হানেন সীতা, নেত্রজলে তিতে।
সীতা প্রণমিয়া যান লক্ষ্মণ ত্বরিতে।।
হইল বিমুখ বিধি, চলেন লক্ষ্মণ।
থাকিয়া বৃক্ষের আড়ে দেখিছে রাবণ।।
এতক্ষণে রাবণের সিদ্ধ অভিলাষ।
তপস্বীর বেশ ধরি যায় সীতা-পাশ।।
ভিক্ষাঝুলি করি কান্ধে করে ধরে ছাতি।
সকল বসন রাঙ্গা, ধরে নানা গতি।।
পরমা সুন্দরী সীতা বচন মধুর।
তাঁর রূপ দেখিয়া রাবণ কামাতুর।।
রাবণ মধুর বাখ্যে সীতারে সম্ভাষে।
কোন্ জাতি নারী তুমি, থাক কোন্ দেশে।।
কাহার ঝিয়ারী তুমি কার প্রিয়তমা।
মনুষ্য নহ ত তুমি সোণার প্রতিমা।।
সুললিত দুই স্তন শোভা করে হারে।

উত্তম বসন শোভে তোমার শরীরে।।
বিষম দণ্ডকবনে হিংস্র ব্যাঘ্র বৈসে।
এমন সুন্দরী থাক কেমন সাহসে।।
পরিচয় দেন সীতা তপস্বীর জ্ঞানে।
অমৃত সেচিল যেন মধুর বচনে।।
জনক-নন্দিনী আমি, নাম ধরি সীতা।
দশরথ-পুত্রবধূ, রামের বনিতা।।
রহ দ্বিজ, ফল আনি দিবেন লক্ষ্মণ।
সেই ফল দিব তুমি করিও ভক্ষণ।।
অতিথিরে ভক্তি রাম করেন যতনে।
বড় প্রীতি পাইবেন তোমা দরশনে।।
জিজ্ঞাসি তোমারে মুনি, শিরে ধর শিখা।
কি জাতি, কি নাম ধর, কেন কর ভিক্ষা।।
এতেক বলেন সীতা তপস্বীর জ্ঞানে।
নিজ পরিচয় দেয়, রাজা দশাননে।।
জ্যেষ্ঠ ভাই কুবের, ধনের অধিকারী।
এই বনে বহুকাল আমি তপ করি।।
রাবণ আমার নাম, জানে মুনিগণে।
বড় প্রীতি পাইলাম তোমা দরশনে।।
ফল মূল দিয়া করি উদর পূরণ।
গৃহস্থের ঘরে গেলে করায় ভোজন।।
তোমার সহিত আজি অপূর্ব্ব দর্শন।
ভিক্ষা দিলে, যাই চলে নিজ নিকেতন।।
হইল অনেক বেলা, কর যে বিধান।
তোমার পুণ্যেতে গিয়া করি স্নান দান।।
শ্রীরামের আসিতে বিলম্ব বহু দেখি।
হইল স্নানের বেলা, দেখ চন্দ্রমুখী।।
জানকী বলেন, দ্বিজ করি নিবেদন।
পঞ্চ ফল ঘরে আছে করহ ভক্ষণ।।
রাবণ বলিল, সীতা ব্রত করি বনে।
আশ্রমে না লই ভিক্ষা, জানে মুনিগণে।।
জানকী বলেন, দ্বিজ এক কথা কহি।
আজ্ঞা বিনা প্রভুর ঘরের বাহির নহি।।
রাবণ বলেন ভিক্ষা আনহ সত্বর।
নতুবা উত্তর দেহ যাই নিজ ঘর।।
জানকী ভাবেন ব্যর্থ অতিথি যাইবে।
ধর্ম্ম কর্ম্ম নষ্ট হবে প্রভু কি বলিবে।।
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না হয় অন্যথা।
বিধির লিখন মত ঘটিলেক তথা।।
ফল হাতে বাহির হইলেন জানকী।
লইতে আইল দুষ্ট রাবণ পাতকী।।
ধরিয়া সীতার হাত লইল ত্বরিত।
জানকী বলেন হায় একি বিপরীত।।
দুরাচার দূর হ রে পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন।
আমা লাগি হবে তোর স্বংশে নিধন।।
রাবণ বলিল, সীতা শুনহ বচন।
আত্মপরিচয় কহি আমি দশানন।।
রাক্ষসের রাজা আমি, লঙ্কা নিকেতন।
কুড়ি হাত, কুড়ি চক্ষ, দশটি বদন।।
তপস্বীর বেশ ধরি আসি তপোবন।
অনুগ্রহ কর মোরে, আমি দাস জন।।
ইন্দ্রের অমরাবতী জিনি লঙ্কাপুরী।
জগত-দুর্ল্লভ ঠাঁই দেখিবে সুন্দরী।।
তোমার রূপেতে আমি বড় অভিলাষী।
অন্য যত মহিষী তোমার হবে দাসী।।
সর্ব্বোপরি তোমারে করিব ঠাকুরাণী।
তুমি অন্ন দিলে, অন্ন পাবে অন্য রাণী।।
হইবে তোমার পূজা, বাড়িবে সম্মান।

সুবর্ণ মাণিক্যময় রবে তব স্থান।।
করিয়া রামের সেবা জন্ম গেল দুঃখে।
করিলে আমার সেবা রবে নানা সুখে।।
ত্রিভুবন আমার বাণেতে কম্পমান।
মনুষ্য রামেরে আমি করি কীট জ্ঞান।।
অল্পবুদ্ধি শ্রীরামের অত্যল্প জীবন।
যুগে যুগে চিরজীবী আমি দশানন।।
সীতে তুমি সুন্দরী লাবণ্য আর বেশে।
তোমা হেন সুন্দরী আমাকে অভিলাষে।।
কোমান্বিতা সীতাদেবী রাবণ-বচনে।
রাবণেরে গালি দেন যত আসে মনে।।
অধর্ম্মিষ্ঠ অগন্য অধন্য দুরাচার।
করিবেন রাম তোরে স্বংশে সংহার।।
শ্রীরাম কেশরী, তুই শৃগাল যেমন।
কি সাহসে তাহারে বলিস্ কুবচন।।
বিষ্ণু-অবতার রাম, তুই নিশাচর।
রামে আর তোরে দেখি অনেক অন্তর।।
রাম যদি থাকিতেন অথবা লক্ষ্মণ।
করিতিস্ কেমনে এ দুষ্ট আচরণ।।
একাকিনী পাইয়া আমারে বনমাঝ।
হরিলি আমারে দুষ্ট, নাহি তোর লাজ।।
করে দুষ্ট কুড়িপাটী দন্ত কড়মড়ি।
জানকী কাঁপেন যেন কলার বাগুড়ি।।
প্রকাশে রাক্ষস মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর।
অধিক তর্জ্জন করে রাজা লঙ্কেশ্বর।।
কি গুণে রামের প্রতি মজে তোর মন।
বল্কল পরিয়া সে বেড়ায় বনে বন।।
দেখিবে, কেমনে করি তোমার পালন।
তাহা শুনি জানকীর উড়িল জীবন।।
জানকী বলেন, আরে পাতকী রাবণ।
আপনি মজিলি বেটা আমার কারণ।।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন।
নতুবা এমন কেন হবে সংঘটন।।
যিনি জনকের কন্যা, রামের কামিনী।
যাঁহার শ্বশুর দশরথ নৃপমণি।।
আপনি ত্রিলোক-মাতা লক্ষ্মী-অবতার।
তাঁহারে রাক্ষসে হরে অতি চমৎকার।।
ত্রাসেতে কান্দেন সীতা হইয়া কাতর।
কোথা গেলে প্রভু রাম গুণের সাগর।।
সিংহের বিক্রম সম দেবর লক্ষ্মণ।
শূন্য ঘর পেয়ে মোরে হরিল রাবণ।।
তুমি যত বলিলে হইল বিদ্যমান।
ঝাট আইস দেবর, করহ পরিত্রাণ।।
অত্যন্ত চিন্তিয়া সীতা করেন রোদন।
এমন সময় রক্ষা করে কোন্ জন।।
সীতারে ধরিয়া রথে তুলিল রাবণ।
মেঘের উপরে শোভে চপলা যেমন।।
বিপদে পড়িয়া সীতা ডাকেন শ্রীরাম।
চক্ষু মুদি ভাবেন সে দূর্ব্বাদলশ্যাম।।
সীতা লয়ে রাবণ পলায় দিব্যরথে।
রাম এল বলিয়া দেখেন চারিভিতে।।
জানকী বলেন, শুন যত দেবগণ।
প্রভুরে কহিও সীতা হরিল রাবণ।।
হায় বিধি কি করিলে, ফেলিলে বিপাকে।
এমন না দেখি বন্ধু সীতারে যে রাখে।।
বনের ভিতর যত আছ বৃক্ষলতা।
রামেরে কহিও, গেল তোমার বনিতা।।
মধুর বচনে যত বুঝায় রাবণ।

শোকেতে জানকী তত করেন রোদন।।
আগে যদি জানিতাম এ রাক্ষস বীর।
তবে কেন হব আমি ঘরের বাহির।।
হায় কেন লক্ষ্মণেরে দিলাম বিদায়।
লক্ষ্মণ থাকিলে কি ঘটিত হেন দায়।।
রাবণ বলিল, সীতা ভাব অকারণ।
পাইলে এমন রত্ন ছাড়ে কোন্ জন।।
জানকী বলেন, শুন দুষ্ট নিশাচর।
অল্পায়ু হইয়া তুই যাবি যমঘর।।
কুপিল রাবণ রাজা সীতার বচনে।
চালাইল রথখান ত্বরিত গমনে।।

জটায়ুর সহিত রাবণের যুদ্ধ

জটায়ু নামেতে পক্ষী গরুড়-নন্দন।
দূর হৈতে শুনিল সে সীতার ক্রন্দন।।
আকাশে উঠিয়া পক্ষী চতুর্দ্দিকে চায়।
দেখিল, রাবণ রাজা সীতা লয়ে যায়। ।
ত্রিভুবনে যত বীর পক্ষীর গোচর।
দেখিয়া চিনিল পক্ষী রাজা লঙ্কেশ্বর।।
দুই পাখা পসারিয়া আগুলিল বাট।
রাবণেরে গালি দিয়া মারে পাখসাট। ।
ডাক দিয়া বলে পক্ষী, শুন নিশাচর।
আপনা না জানিস্, তুই পাপী দুরাচার।।
কোন্ দোষে হরিলি রে রামের সুন্দরী।
রঘুনাথ নাহি হিংসে তোর লঙ্কাপুরী।।
সূর্পণখা গিয়াছিল রমণের সাধে।
নাক কাণ কাটে তার সেই অপরাধে।।
দশরথ রাজা বড় ধর্ম্মেতে তৎপর।
পুত্রবধূ হরিলি, তাঁহার নাহি ডর।।
কি কব হয়েছি বৃদ্ধ, ঠোঁট হৈল ভোঁতা।
নতুবা ফলের মত ছিঁড়িতাম মাথা।।
পাখসাট মারে পক্ষী, আর দেয় গালি।
রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করে মহাবলী। ।
আকাশে উঠিয়া দেখে, রাম বহুদূর।
আঁচড়ে কামড়ে তার রথ কৈল চূর।।
আকাশে উঠিয়া পক্ষী ছোঁ দিয়া সে পড়ে।
রাবণের পৃষ্ঠ-মাংস থাকে থাকে ফাড়ে।।
ছিঁড়িল ঠোঁটের ঘায় সারথির মুণ্ড।
রথধ্বজ ভাঙ্গিয়া করিল খণ্ড খণ্ড।।
অতি ব্যস্ত দশানন জ্বলে ক্রোধানলে।
রথ হৈতে সীতারে রাখিল ভূমিতলে।।
ভূমে রাখি সীতারে সে উঠিল আকাশে।
সম্বরেন বস্ত্র সীতা পলায়ন আশে। ।
পলাইতে চান সীতা, নাহি পান পথ।
চতুর্দ্দিকে মহাবন বেষ্টিত পর্ব্বত।।
ভয়েতে কান্দেন সীতা করিয়া ব্যগ্রতা।
অন্তরীক্ষে হাহাকার করেন দেবতা। ।
যুঝে পক্ষিরাজ, কিন্তু অন্তরেতে ত্রাস।
বৃক্ষডালে বৈসে তার ঘন বহে শ্বাস।।
বলে টুটা পক্ষিরাজে দেখিয়া রাবণ।
মায়া করি রথখান করিল সাজন।।
আরবার রাবণ সীতারে তোলে রথে।
চলিল সে মহাবলী পূর্ণ মনোরথে।।
আরবার জটায়ু সাহসে করি ভর।
মহাযুদ্ধ করে পক্ষী অতি ঘোরতর।।

রাবণ বলিল পক্ষী শুনহ বচন।
পর লাগি প্রাণ কেন দেহ অকারণ।।
অতঃপর পক্ষিরাজ নিজ প্রাণ রক্ষ।
যাবৎ তোমার আমি কাটি দুই পক্ষ।।
দুই জনে ঘোর রবে হৈল গালাগালি।
দুই জনে যুদ্ধ করে, দোঁহে মহাবলী।।
অঙ্কুশ না মানে মত্ত মাতঙ্গ যেমন।
কেহ কারে করিতে নারিল নিবারণ।।
রাবণের মুকুট সে রত্নেতে নির্ম্মাণ।
ঠোঁট দিয়া পক্ষী তাহা করে খান খান।।
পূর্ব্বপুণ্যে রাবণের রহে দশ মাথা।
শিবের প্রসাদে তাহা না হয় অন্যথা।।
কিন্তু কেশ ছিঁড়িয়া করিল খণ্ড খণ্ড।
নিষ্কেশ হইল রাবণের দশ মুণ্ড।।
পক্ষী-যুদ্ধে তাহার হইল অপমান।
ধরিয়াছে সীতারে, কেমনে ছাড়ে বাণ।।
আরবার সীতারে রাখিল ভূমিতলে।
রথশুদ্ধ রাবণ উঠিল নভঃস্থলে।।
বত্রিশ হাজার বাণ রাবণ এড়িল।
সর্ব্বাঙ্গে ফুটিয়া পক্ষী কাতর হইল।।
দুর্জ্জয় রাবণ রাজা ত্রিভুবন জিনে।
কি করিতে পারে তারে পক্ষীর পরাণে।।
রামের অপেক্ষা করি রহে পক্ষীবর।
প্রাণপণে যুঝিল সাহসে করি ভর।।
রাবণ দেখিল, পক্ষী বলে নাহি টুটে।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তার দুই পাখা কাটে।।
ভূমিতে পড়িয়া পক্ষী করে ছটফট।
আসিয়া কহেন সীতা পক্ষীর নিকট।।
আমা লাগি শ্বশুর হারালেন জীবন।
রাবণের হাতে আছে আমার মরণ।।
আমার হইল জন্ম রাবণ কারণ।
আর না পাইব শ্রীরামের দরশন।।
যাবৎ না দেখা পান শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
তাবৎ কহিবে তুমি মম বিবরণ।।
প্রভুরে দেখহ যদি বনের ভিতর।
বলিহ তোমার সীতা নিল লঙ্কেশ্বর।।
সাগরের পারে ঘর বৈসে লঙ্কাপুরী।
অন্তরীক্ষে লয়ে গেল তোমার সুন্দরী।।
জটায়ু বলেন, সীতা নাহি মোর হাত।
যত যুদ্ধ করিলাম, দেখিলে সাক্ষাৎ।।
আমার বচন শুন, না কর ক্রন্দন।
তোমারে উদ্ধারিবেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
উভয়ের কথা শুনি দশানন হাসে।
রথ দেখি জানকী কাঁপেন মহাত্রাসে।।
পুনর্ব্বার সীতারে তুলিল রথোপরে।
সীতার বিলাপ শুনি পাষাণ বিদরে।।
অসার ভাবিয়া সীতা নাহি পান কূল।
অতিকৃশা দীনবেশা কান্দিয়া আকুল।।
সীতার বিলাপ কত লিখিবে লেখনী।
গরুড়ের মুখে যেন পড়িল সাপিনী।।
সীতা যত গালি দেন, রাবণ না শুনে।
রথে চড়ি বায়ুবেগে উঠিল গগনে।।
রাবণ পক্ষীর যুদ্ধে হৈল লণ্ডভণ্ড।
কি জানি আসিয়া রাম কাটিবেন মুণ্ড।।
এই ভয়ে রাবণ পলায় ঊর্দ্ধশ্বাসে।
তার সহ যাইতে না পারিল বাতাসে।।

সুপার্শ্ব পক্ষী কর্ত্তৃক রাবণের লঙ্কা-গমনে বাধা দান

রামে জানাইতে সীতা ফেলেন ভূষণ।
সীতার ভূষণ-পুষ্পে ছাইল গগন।।
আভরণ গলার ফেলেন সীতাদেবী।
সে ভূষণে সুশোভিতা হইল পৃথিবী।।
ছিঁড়িয়া ফেলেন মণি মুক্তার সে ঝারা।
হিমালয় শৈলে যেন বহে গঙ্গাধারা। ।
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
অন্তরীক্ষে হাহাকার করে দেবগণ।।
জানকী বলেন, কোথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
এ অভাগিনীরে দেখা দেহ এইক্ষণ।।
ঋষ্যমূক নামে গিরি অতি উচ্চতর।
পঞ্চ পাত্র সহিত সুগ্রীব তদুপর। ।
নল নীল গবাক্ষ ও পবন-নন্দন।
জাম্বুবান সুগ্রীব বসেছে দুইজন। ।
পক্ষী যেন বসিয়াছে পর্ব্বতের মাঝ।
ডাকিয়া বলেন সীতা শুন মহারাজ।।
শ্রীরামের নারী আমি সীতা নাম ধরি।
গায়ের ভূষণ ফেলি গলার উত্তরী।।
রামের সহিত যদি হয় দরশন।
তাঁহাকে কহিও, সীতা হরিল রাবণ।।
হেনকালে সুগ্রীবেরে বলে হনুমান।
সীতা রাখি রাবণের করি অপমান।।
এই যুক্তি দশানন শুনিল আকাশে।
সীতা লয়ে পলাইল শ্রীরামের ত্রাসে।।
সীতা লৈয়ে দক্ষিণেতে চলিল রাবণ।
দৈবে পথে সুপার্শ্বের সহ দরশন।।
সম্পাতির নন্দন, সুপার্শ্ব নাম তার।
বিন্দ্যাচলে থাকি ভক্ষ্য যোগায় পিতার।।
জটায়ুর মরণ সুপার্শ্ব যদি জানে।
রাবণেরে মারিত সে দিন সেই ক্ষণে।।
শূকর মহিষ হস্তী যত পায় বনে।
সহস্র সহস্র জন্তু ঠোঁটে করি আনে।।
সাগরের জলজন্তু যখন সে ধরে।
তিন ভাগ জল তারে আচ্ছাদন করে।।
এক ভাগ সাগরের জল মাত্র রয়।
এমন বৃহৎকায় বিহঙ্গ দুর্জ্জয়।।
জটায়ুর ভ্রাতুষ্পুত্র, গরুড়ের নাতি।
অন্তরীক্ষে উড়িয়া আইসে শীঘ্রগতি।।
পাখসাট মারে পাখী, ঝড় যেন বহে।
ত্রাসেতে রাবণ মাথা তুলি ঊর্দ্ধে চাহে।।
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
শুনিলা যে পক্ষিরাজ উপর গগন।।
পাখসাট মারে পাখী, তর্জ্জে গর্জ্জে ডাখে।
দুই পক্ষ দিয়া রাবণের রথ ঢাকে।।
তার প্রতি ডাক দিয়া বলে দেবগণ।
সীতারে হরিয়া লয়ে যায় দশানন।।
দেবতার বাক্য শুনি পক্ষী কোপে জ্বলে।
রথশুদ্ধ গিলিবারে দুই ঠোঁট মেলে।।
রথমধ্যে দেখে পক্ষী আছেন জানকী।
ভাবে নারীহত্যা করি হব কি পাতকী।।
রথকান বন্দী করি রাখে পাখা দিয়া।
রাবণ বলিল তারে বিনয় করিয়া।।
রাবণ আমার নাম বসতি লঙ্কায়।
তোমার না আছে কোন শত্রুতা আমায়। ।

করিয়াছে রাঘব আমার অপমান।
সহোদরা ভগিনীর কাটে নাক কাণ।।
ভাই খর দূষণের রাম মহা অরি।
সেই ক্রোধে হরিলাম রামের সুন্দরী।।
ত্রিভুবনে খ্যাত তুমি বিক্রমে দুর্জ্জয়।
তব ঠাঁই পক্ষিরাজ মানি পরাজয়।।
সুপার্শ্ব করিয়া ক্ষমা ছাড়িল তখন।
সেইক্ষণে রথ লয়ে চলিল রাবণ।।
এই সব কথা কিছু না জানেন সীতা।
সমুদ্র দেখিয়া হন ভয়েতে মূর্চ্ছিতা।।
দেখিয়া সমুদ্রতীর রাবণে উল্লাস।
জলনিধি উত্তরিল করিয়া প্রয়াস।।
ভাবেন জানকী দেখি সাগর অপার।
কৃপার আধার রাম কিসে হবে পার।।
অধোমুখে জানকী কান্দেন আশঙ্কায়।
উত্তরিল দশানন তখন লঙ্কায়।।
রথ হৈতে সীতারে নামায় লঙ্কেশ্বর।
কোথায় রাখিব বলি চিন্তিত অন্তর।।
শত্রুতা হইল রাম লক্ষ্মণের সনে।
নিন্দ্রা নাহি যাবৎ না মারি দুই জনে।।
রাজা বলে, শুন বলি চৌদ্দ নিশাচর।
সাগরের পারে থাক সতর্ক-অন্তর।।
রাজার নিকটে বলে চৌদ্দ নিশাচর।
এতেক রাক্ষস মারে রাম একেশ্বর।।
কেমনে যুঝিব রাম লক্ষ্মণের সনে।
কি করিতে পারি মোরা বীর যত জনে।।
রাক্ষস হইয়া এত ভয় হয় নরে।
ধিক্ ধিক্ তো সবারে, যা রে স্থানান্তরে।।
রাবণের কোপ দেখি পলায় তরাসে।
লঙ্কা ছাড়ি বীরগণ গেল অন্য দেশে।।
রাবণের নাহি নিদ্রা নাহিক ভোজন।
সীতারে রাখিব কোথা, ভাবে সর্ব্বক্ষণ।।
সীতারে প্রবোধ-বাক্যে কহে দশানন।
লঙ্কাপুরী দেখ সীতা তুলিয়া বদন।।
চন্দ্র সূর্য্য দুয়ারে আসিয়া সদা খাটে।
মোর আজ্ঞা বিনা কেহ না আসে নিকটে।।
চারিভিতে সাগর মধ্যেতে লঙ্কাগড়।
দেব দৈত্য না আইসে লঙ্কার ভিতর।।
দেব দানবের কন্যা আছে মোর ঘরে।
দাসী করি রাখিব তোমার সে সবারে।।
নানা ধনে পূর্ণ দেখ আমার ভাণ্ডার।
আজ্ঞা কর, সীতাদেবী সকলি তোমার।।
তোমার সেবক আমি, তুমি তো ঈশ্বরী।
আজ্ঞা কর সীতা লয়ে যাই অন্তঃপুরী।।
সীতার চরণে পড়ে করিয়া ব্যগ্রতা।
কোপ না করিহ মোরে চন্দ্রমুখী সীতা।।
রাবণের বাক্যে সীতা কুপিত অন্তরে।
বিমুখী হইয়া বলিলেন ধীরে ধীরে।।
রাম ধ্যান, রাম প্রাণ, শ্রীরাম দেবতা।
রাম বিনা অন্য জনে নাহি জানে সীতা।।
শুনিয়া সীতার বাক্য নিরস্ত রাবণ।
তাঁর কাছে নিযুক্ত লয়ে অশোক-কাননে।।
সীতারে বেড়িল গিয়া যত চেড়ীগণে।
সূর্পণখা আসি বলে নিষ্ঠুর বচন।
গলে নখ দিয়া বেটীর বধিব জীবন।।
কাটিল দেবর তোর মোর নাক কাণ।
সেই কোপে তোর আজি বধিব পরাণ।।
খান্দা মুখে গঞ্জে খান্দি সভয় অন্তরে।

রাবণের ডরে কিছু বলিতে না পারে। ।
সশোকা থাকেন সীতা অশোক কাননে।
হৃদয়ে সর্ব্বদা রাম, সলিল নয়নে। ।
জানকীর দুঃখে দুঃখী সদা দেবগণ।
ইন্দ্রেরে ডাকিয়া ব্রহ্মা বলেন বচন।।
লঙ্কামধ্যে থাকিবেন সীতা দশমাস।
এতদিন কেমনে করেন উপবাস।।
জানকী মরিলে সিদ্ধ না হইবে কাজ।
এই পরমান্ন লৈয়া যাহ দেবরাজ।।
ব্রহ্মার বচনে ইন্দ্র গেলেন তখন।
জানকী আছেন যথা অশোক কানন।।
বাসব বলেন সীতা না ভাবিহ চিতে।
আমি ইন্দ্র আসিয়াছি তোমা সম্ভাষিতে।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ গেল মৃগ মারিবারে।
রাবণ হরিল তোমা পেয়ে শূন্য ঘরে। ।
সাগর বাঁধিয়া রাম সৈন্য করি পায়।
রাবণেরে মারিয়া করিবেন উদ্ধার।।
শোক পরিহর সীতে, স্থির কর মন।
পরমান্ন আনিয়াছি তোমার কারণ।।
জানকী বলেন, লঙ্কা নিশাচরময়।
ইন্দ্র যদি হও, তবে দেহ পরিচয়।।
সীতার বচনে ইন্দ্র ভাবিলেন মনে।
সহস্রলোচন হইলেন ততক্ষণে।।
ইন্দ্রকে দেখেন সীতা সহস্রলোচন।
তাঁহার প্রতীত মনে জন্মিল তখন।।
দিলেন সীতাক ইন্দ্র পরমান্ন সুধা।
যাহা ভক্ষণেতে হরে তৃষা আর ক্ষুধা।।
আগে পরমান্ন দেন রামের উদ্দেশে।
আপনি ভক্ষণ সীতা করিলেন শেষে।।
পায়স ভক্ষণে তৃপ্তি কি হবে তাঁহার।
রামের বিরহানল জ্বলে অনিবার।।
মহেন্দ্র বলেন, সীতা না হও বিকল।
প্রতিদিন আমি যোগাইব সুধাফল।।
সীতারে আশ্বাস করি যান পুরন্দর।
অন্তরে জানকী দুঃখ পান নিরন্তনর।।
লঙ্কাতে রহেন সীতা অশোক-কাননে।
বনে রাম আইলেন শূন্য নিকেতনে।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বড় অভিমান।
অরণ্যেতে গান রাম শোকের নিদান।।
স্থানের প্রধান সে ফুলিয়ায় নিবাস।
রামায়ণ গান দ্বিজ, মনে অভিলাষ।।

শ্রীরাচন্দ্রের বিলাপ ও সীতার অন্বেষণ

হাতে ধনুর্ব্বাণ রাম আইসেন ঘরে।
পথে অমঙ্গল যত দেখেন গোচরে।।
বামে সর্প দেখিলেন, শৃগাল দক্ষিণে।
তোলাপাড়া করেন শ্রীরাম কত মনে।।
বিপরীত ধ্বনি করিলেক নিশাচর।
লক্ষ্মণ আইসে পাছে শূন্য রাখি ঘর।।
মারীচের আহ্বানে কি লক্ষ্মণ ভুলিবে।
সীতারে রাখিয়া একা অন্যত্র যাইবে।।
দুঃখের উপরে দুঃখ দিবে কি বিধাতা।
যা ছিল কপালে তাহা দিলেন বিমাতা।।
বলেন শ্রীরাম, শুন সকল দেবতা।
আজিকার দিন মোর রক্ষা কর সীতা।।

যেমন চিন্তেন বাম, ঘটিল তেমন।
আসিতে দেখেন পথে সম্মুখে লক্ষ্মণ।।
লক্ষ্মণেরে দেখিয়া বিস্ময় মনে মানি।
ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন মঘুমণি।।
কেন ভাই আসিতেছ তুমি যে একাকী।
শূন্যঘরে জানকীরে একাকিনী রাখি।।
প্রমাদ পাড়িল বুঝি রাক্ষস পাতকী।
জ্ঞান হয় ভাই, হারাইলাম জানকী।।
আইলাম তোমায় করিয়া সমর্পণ।
রাখিয়া আইলে কোথা মম স্থাপ্যধন।।
মম বাক্য অন্যথা করিলে কেন ভাই।
আর বুঝি সীতার সাক্ষাৎ নাহি পাই।।
কি হইল লক্ষ্মণ, কি হইল আমারে।
যে দুঃখে দুঃখিত আমি কহিব কাহারে।।
শুন রে লক্ষ্মণ সেই সোণার পুতলি।
শূন্যঘরে রাখিয়া কাহারে দিলে ডালি।।
দুরন্ত দণ্ডকারণ্য মহা ভয়ঙ্কর।
হিংস্র জন্তু কত মত, কত নিশাচর।।
কোন্ দণ্ডে কোন্ দুষ্ট পাড়িবে প্রমাদ।
কি জানি রাক্ষসগণে সাধিবেক বাদ।।
এই বনে কত দুষ্ট রাক্ষসের থানা।
মুনিগণ সকলে করেন সদা মানা।।
পূর্ব্বাপর লক্ষ্মণ তোমারে আছে জানা।
তথাপি লক্ষ্মণ বিবেচনা করিলে না।।
তোমারে কি দিব দোষ, মম কর্ম্মফল।
যেমন বিধির লিপি, ঘটিবে সকল।।
আমারে অধিক ভাই তব বুদ্ধি বল।
কর্ম্মযোগে হেন বুদ্ধি গেল রসাতলে।।
মায়ামৃগ ছলে আমা লইল কাননে।
হের, সেই রাক্ষস পড়েছে মম বাণে।।
ভয়ঙ্কর বিকট মুষল ডানি হাতে।
হের ভাই, মারীচ পড়িয়া আছে পথে।।
এই মত কহিতে কহিতে দুই ভাই।
বায়ুবেগে চলিলেন, অন্য জ্ঞান নাই।।
উপনীত হইলেন কুটীরের দ্বারে।
সীতা সীতা বলিয়া ডাকেন বারে বারে।।
শূন্যঘর দেখেন, না দেখেন জানকী।
মূর্চ্ছাপন্ন অবসন্ন শ্রীরাম ধানুকী।।
শ্রীরাম বলেন ভাই, একি চমৎকার।
সীতা না দেখিলে প্রাণ না রাখিব আর।।
তখনি বলিনু ভাই সীতা নাই ঘরে।
শূন্যঘর পাইয়া হরিল কোন্ চোরে।।
প্রতি বন প্রতি স্থান প্রতি তরুমূল।
দেখেন সর্ব্বত্র রাম হইয়া ব্যাকুল।।
পাতি পাতি করিয়া চাহেন দুই বীর।
উলটি পালটি যত গোদাবরী-তীর।।
গিরিগুহা দেখেন মুনির তপোবন।
নানা স্থানে সীতারে করেন অন্বেষণ।।
একবার যেখানে করেন অন্বেষণ।
পুনর্ব্বার যান তথা সীতার কারণ।।
এইরূপে এক স্থানে যান শতবার।
তথাপি না পান দেখা শ্রীরাম সীতার।।
কান্দিয়া বিকল রাম, জলে ভাসে আঁখি।
রামের ক্রন্দনে কান্দে বন্য পশু পাখী।।
রামের আশ্রমে আসি যত মুনিগণ।
রামেরে কহেন কত প্রবোধ বচন।।
উপদেশ-বাক্য নাহি মানেন শ্রীরাম।
সদা মনে পড়ে সে সীতার গুণগ্রাম।।

সীতা সীতা বলিয়া পড়েন ভূমিতলে।
করেন লক্ষ্মণ বীর শ্রীরামেরে কোলে।।
রঘুবীর নহে স্থির জানকীর শোকে।
হাহাকার বার বার করে দেবলোকে।।
বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে।
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে।।
কি করিব, কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ।
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ।।
মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী।
লুকাইয়া আছেন, লক্ষ্মণ দেখ দেখি।।
বুঝি কোন মুনিপত্নী সহিত কোথায়।
গেলেন জানকী না জানাইয়া আমায়।।
গোদাবরী-তীরে আছে কমল-কানন।
তথা কি কমলমুখী করিছে ভ্রমণ।।
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া।
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া।।
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস।
চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস।।
রাজ্যচ্যুত আমাকে দেখিয়া চিন্তান্বিতা।
হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা।।
রাজ্যহীন যদ্যপি হয়েছি আমি বটে।
রাজলক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে।।
আমার যে রাজলক্ষ্মী হারাইলাম বনে।
কৈকেয়ীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ এত দিনে।।
সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে।
লুকাইল তেমন জানকী বনান্তরে।।
কনকলতার প্রায় জনক-দুহিতা।
বনে ছিল, কে করিল তারে উৎপাটিতা।।
দিবাকর নিশাকর দীপ্ত তারাগণ।
দিবানিশি করিতেছে তব নিবারণ।।
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার।
এক সীতা বিহনে সকল অন্ধকার।।
দশদিক শূন্য দেখি সীতা অদর্শনে।
সীতা বিনা অন্য কিছু নাহি লয় মনে।।
সীতা ধ্যান, সীতা জ্ঞান, সীতা চিন্তামণি।
সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণী।।
দেখ রে লক্ষ্মণ তাই, কর অন্বেষণ।
সীতারে আনিয়া দেহ বাঁচাও জীবন।।
আমি জানি পঞ্চচটী তুমি পুণ্যস্থান।
তেঁই সে এখানে করিলাম অবস্থান।।
তাহার উচিত ফল দিলে হে আমারে।
শূন্য দেখি তপোবন, সীতা নাই ঘরে।।
শুন পশু মৃগ পক্ষী শুন বৃক্ষলতা।
কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা।।
কান্দিয়া কান্দিয়া রাম ভ্রমেন কানন।
দেখিলেন পথিমধ্যে সীতার ভূষণ।।
দেখিলেন পড়ে আছে ভগ্ন রথ-চাকা।
কনক-রচিত, কাছে পতিত পতাকা।।
রথচূড়া পড়িয়াছে, আর তার জাঠি।
মণি মুক্তা পড়িয়াছে সুবর্ণের কাঁঠি।।
শ্রীরাম বলেন, দেখ ভাই রে লক্ষ্মণ।
এইখানে সীতারে করহ অন্বেষণ।।
সম্মুখে পর্ব্বত বড় অতি উচ্চ দেখি।
লুকাইয়া রাখিল পর্ব্বত চন্দ্রমুখী।।
যমদণ্ড সম আমি ধরি ধনুর্ব্বাণ।
পর্ব্বত কাটিয়া আজি করি খান খান।।
মহাযুদ্ধ হইয়াচে করিঅনুমান।
লক্ষ্মণ লক্ষণ তার, দেখ বিদ্যমান।।

লক্ষ্মণ বলেন, ইহা নহে কোনমতে।
সীতা কেন রহিবেন এ ঘোর পর্ব্বতে।।
পর্ব্বত কাটিতে প্রভু চাহ অকারণ।
সীতা লয়ে অন্তরীক্ষে গেল কোন্ জন।।
নানামতে শ্রীরামের বুঝান লক্ষ্মণ।
শোকাকুল শ্রীরাম না মানেন বচন।।
ধনুকে দিলেন গুণ, সর্প যেন গর্জ্জে।
বলেন দহিব বিশ্ব, আছে কোন্ কার্য্যে।।
বিশ্ব পুড়াইতে রাম করেন সন্ধান।
দক্ষযজ্ঞ বিনাশে যেমন মহেশান।।
লক্ষ্মণ চরণে ধরি করেন মিনতি।
এক কথা অবধান কর রঘুপতি।।
সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করিলেন চরাচর।
কেন সৃষ্টি নষ্ট কর দেব রঘুবর।।
সবংশে মরিবে যে হইবে অপরাধী।
অপরাধ একের অন্যকে কেন বধি।।
তোমার বাণেতে কার নাহিক নিস্তার।
অকারণে কেন প্রভু পোড়াও সংসার।।
কোথায় আছেন সীতা করহ বিচার।
দুই ভাই অন্বেষণ করিব সীতার।।
গ্রাম আর তপোবন পর্ব্বত শিখর।
নদ নদী দেখি আর দীঘি সরোবর।।
তবে যদি সীতার না পাই দরশন।
পশ্চাৎ করিহ চেষ্টা যেবা লয় মন।।
শুনি অস্ত্র সম্বরিয়া রাখিলেন তূণে।
সীতার উদ্দেশে চলিলেন দুই জনে।।
ক্ষণেক উঠেন রাম, বৈসেন ক্ষণেক।
যেমন উন্মত্ত রাম বলেন অনেক।।
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে করেন উদ্দেশ।
বনে বনে ভ্রমিয়া অনেক পান ক্লেশ।।
যাইতে দেখেন যাকে, জিজ্ঞাসেন তাকে।
দেখিয়াছ তোমরা কি এ পথে সীতাকে।।
ওহে গিরি এ সময়ে কর উপকার।
কহিয়া বাঁচাও জানকীর সমাচার।।
হে অরণ্য তুমি ধন্য বন্য বৃক্ষগণ।
কহিয়া সীতার কথা রাখহ জীবন।।

জটায়ুর মুখে সীতার বার্ত্তা শ্রবণ ও জটায়ুর স্বর্গলাভ

এইরূপে শ্রীরাম ভ্রমেণ চতুর্দ্দিকে।
রক্তে রাঙ্গা জটায়ুকে দেখেন সম্মুখে।।
পক্ষীকে কহেন রাম করি অনুমান।
খাইলি সীতারে তুই বধি তোর প্রাণ।।
পক্ষীরূপে আছিস রে তুই নিশাচর।
পাঠাইব এক বাণে তোরে যমঘর।।
সন্ধান পূরেন রাম তাকে মারিবারে।
মুখে রক্ত উঠে, বীর বলে ধীরে ধীরে।।
অন্বেষিয়া সীতারে পাইলে বহু ক্লেশ।
এই দেশে না পাইবে সীতার উদ্দেশ।।
সীতার লাগিয়া রাম আমার মরণ।
সীতাকে লইয়া লঙ্কা গেল সে রাবণ।।
দু ভাই তোমরা যবে নাহি ছিলা ঘর।
শূন্যঘর পাইয়া হরিল লঙ্কেশ্বর।।
আমি বৃদ্ধ যুদ্ধ করি রুদ্ধ করি তায়।
রাখিয়া ছিলাম রাম তোমার আশায়।।
দুই পাখা কাটিলেক পাপিষ্ঠ রাবণ।
মুখে রক্ত উঠে রাম যায় এ জীবন।।

ইতস্ততঃ ভ্রমণে নাহিক প্রয়োজন।
চিন্তা কর রাম যাতে মরিবে রাবণ।।
তোমার পিতার মিত্র, তোমা লাগি মরি।
আপনি মারিলে রাম কি করিতে পারি।।
প্রাণ আছে তোমারে করিতে দরশন।
সম্মুখে দাঁড়াও রাম দেখি একক্ষণ।।
আপনা নিন্দেন রাম জানি পরিচয়।
দুই ভাই রোদন করেন সাতিশয়।।
জটায়ু বলেন যত, লিখিব তা কত।
রামের নয়নে বহে বারি অবিরত।।
শ্রীরাম বলেন, পক্ষী তুমি মম বাপ।
কহিয়া সীতার বার্ত্তা দূর কর তাপ।।
রাবণের সঙ্গে মম নাহিক বৈরিতা।
বিনা দোষে হরিলেক আমার বনিতা।।
কোন্ বংশে জন্মে তার, বৈসে কোন্ পুরে।
কোন্ দোষে হরিলেক বল জানকীরে।।
অনেক শক্তিতে পক্ষী তুলিলেক মাথা।
কহিতে লাগিল শ্রীরামের সর্ব্বকথা।।
সংহারিলে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস।
লক্ষ্মণ করেন সূর্পণখার অযশ।।
এই কোপে রাবণ হরিল জানকীরে।
রাখিল লঙ্কায় লয়ে সমুদ্রের তীরে।।
বিশ্বশ্রবা পুত্র সে রাবণ বড় রাজা।
বিধাতার বরেতে হইল মহাতেজা।।
কোন চিন্তা না করিহ, সম্বর ক্রন্দন।
জানকীরে উদ্ধারিবে মারিয়া রাবণ।।
তব পাদোদক রাম দেহ মোর মুখে।
সকল কলুষ নাশি যাই পরলোকে।।
এত বলি পক্ষীর মুখেতে রক্ত ভাঙ্গে।
কহিল সীতার বার্ত্তা শ্রীরামের আগে।।
মৃত্যুকালে বন্দে পক্ষী শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
দিব্যরথে চাপি স্বর্গে করিল গমন।।
জটায়ুর মরণ শ্রবণে ধর্ম্মজ্ঞান।
কৃত্তিবাস গান ইহা শুনিয়া পুরাণ।।

জটায়ুর উদ্ধার

শ্রীরাম বলেন, পক্ষী পিতার সমান।
সীতার কারণে পক্ষী হারাইল প্রাণ।।
বনজন্তু খাইলে অধর্ম্ম অপযশ।
অগ্নিকার্য্য করি রাখ লক্ষ্মণ পৌরুষ।।
তবে ত লক্ষ্মণ দিব্য অগ্নিকুণ্ড কাটি।
জ্বালিলেন কুণ্ড বীর করি পরিপাটি।।
তুলিলেন চিতায় জটায়ু পক্ষিরাজ।
দুই ভাই তাহার করেন অগ্নিকাজ।।
সৎকার করেন তার, ব্যবস্থা যেমন।
গোদাবরী জলে তার করেন তর্পণ।।
রাম দরশনে পক্ষী গেল স্বর্গবাস।
অরণ্যেতে গাহিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস।।

কবন্ধ এবং শবরীর স্বর্গগমন

রজনী আইল, স্থান থাকিবার নাই।
শূন্যঘরে পুনঃ আইলেন দুই ভাই।।
বাহিরে ছিলেন রাম বরঞ্চ আশ্বস্ত।
শূন্যঘর দেখি হইলেন আরো ব্যস্ত।।

শ্রীরাম বলেন শুন ভাই রে লক্ষ্মণ।
গোদাবরী সলিলেতে ত্যজিব জীবন।।
এতেক বলিয়া লক্ষ্মণেরে করি কোলে।
গাঁথিল মুক্তার হার নয়নের জলে।।
রজনীতে নিদ্রা নাহি, ঘন বহে শ্বাস।
সে ঘরে করেন রাম তিন উপবাস।।
সীতার বিচ্ছেদে রাম যে পাইল ক্লেশ।
বিশেষ লিখিতে গেলে হয় সে অশেষ।।
রজনী প্রভাত হয় উদিত অরুণ।
সীতার উদ্দেশে রাম চলেন দক্ষিণ।।
ঘর ছাড়ি যান রাম দুই ক্রোশ পথে।
প্রবেশেন দুই ভাই কুশের বনেতে।।
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষাদি চরে পালে পালে।
দুই ভাই বসিলেন এক বৃক্ষতলে।।
বুদ্ধিতে বিক্রমে বড় চতুর লক্ষ্মণ।
রামেরে বলেন কিছু প্রবোধ- বচন।।
কেন ভাই হয় হস্ত লোচন স্পন্দন।
বামদিকে করিতেছে খঞ্জন গমন।।
বিষম কুশের বন দেখি হয় ভয়।
নানা অমঙ্গল দেখি, না জানি কি হয়।।
দুই ভাই করেন চলিতে অনুবন্ধ।
পথ আগুলিয়া রাখে রাক্ষস কবন্ধ।।
পেটের ভিতর নাক কাণ চক্ষু মাথা।
শতেক যোজন দীর্ঘ, অপূর্ব্ব সে কথা।।
রাম লক্ষ্মণেরে দেখি করিয়া তর্জ্জন।
দুই হাত প্রসারিয়া রাখে দুই জন।।
কবন্ধ বলিল, তোরা আমার আহার।
মোর হাতে পড়িলি কি পাইবি নিস্তার।।
এ বিষম বনে তোরা এলি কি কারণ।
পরিচয় দেহ, শুনি তোরা কোন্ জন।।
শ্রীরাম বলেন, ভাই হইল সংশয়।
প্রাণ রক্ষা কর ভাই দেহ পরিচয়।।
লক্ষ্মণ বলেন, ভাই বুদ্ধ কেন ঘাটি।
রাক্ষসের দুই হাত দুই ভাই কাটি।।
কবন্ধের ডান হাত কাটেন শ্রীরাম।
খড়্গাঘাতে লক্ষ্মণ কাটেন হস্ত বাম।।
দুই ভাই কটিলেন তার হস্ত দুটি।
পড়িয়া কবন্ধ বীর করে ছটফটি।।
ডাক দিয়া রামেরে সে করে সম্ভাষণ।
কোন্ দেশে বৈস তুমি হও কোন্ জন।।
লক্ষ্মণ বলেন, রাম জগতের রাজা।
রাজা দশরথের পুত্র সবে করে পূজা।।
শ্রীরামের ভাই আমি নামেতে লক্ষ্মণ।
পিতৃসত্য পালিতে বেড়াই বনে বন।।
তুমি কোন্ নিশাচর বিকৃতি আকৃতি।
বনের ভিতর থাক হও কোন্ জাতি।।
এত যদি লক্ষ্মণ করেন সম্ভাষণ।
পূর্ব্বকথা কবন্ধের হইল স্মরণ।।
কুবের নামেতে দৈত্য ছিলাম সুন্দর।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ যেন নিশাকর।।
সকল দেবতা নিন্দা করি নিজ রূপে।
ক্রোধে মুনিবর মোরে শাপ দিল কোপে।।
যেমন রূপের তেজে কর উপহাস।
বিরূপ হউক সব, রূপ যাউক নাশ।।
যখন হবেন বিষ্ণু রাম -অবতার।
তাঁর বাণস্পর্শ তোর হইবে নিস্তার।।
আমার উপরে ক্রুদ্ধ দেব শচীনাথ।
করিলেন আমার শরীরে বজ্রাঘাত।।

বজ্রাঘাত প্রবেশিল আমার উদরে।
চক্ষু কর্ণ ঘ্রাণ পদ না রহে বাহিরে।।
গতিশক্তি নাহি, কিসে মিলিবেক ভক্ষ্য।
তেঁই মম দুই হস্ত দীর্ঘে দুই লক্ষ।।
দুই হস্ত মোর যেন দুইটা পর্ব্বত।
দুই হস্তে যুড়ি আমি বহুদূর পথ।।
দুই প্রহরের পথে যত বনচর।
দুই হাতে সাপটিয়া ভরি হে উদর।।
কুৎসিত আমার মোর, কুৎসিত ভোজন।
তোমা দরশনে মোর শাপ বিমোচন।।
তব কিছু হিত করি যাই ইন্দ্রবাস।
কেন রাম বনে ভ্রম, কোন্ অভিলাষ।।
শ্রীরাম বলেন, সীতা হরিল রাবণ।
যুক্তি কর, কেমনে পাইব দরশন।।
কবন্ধ বলিল রাম কহি উপদেশ।
যাহা হৈতে পাবে তুমি সীতার উদ্দেশ।।
যাবৎ আমার তনু না হয় সংহার।
তাবৎ যা দেখি কিছু সব অন্ধকার।।
রাক্ষস শরীর গেলে পাব অব্যাহতি।
তবে ত বলিতে পারি ইহার যুকতি।।
তখন লক্ষ্মণ বীর অগ্নিকুণ্ড কাটি।
কবন্ধেরে দহিলেন করি পরিপাটি।।
শরীর পুড়িয়া তার হইল অঙ্গার।
অগ্নি হৈতে উঠে বীর অদ্ভুত আকার।।
আকাশে উঠিয়া করে রাম-সম্ভাষণ।
দেবমূর্ত্তি সে পুরুষ, দ্বিতীয় তপন।।
পুরুষ বলেন, শুন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
সাবধান হয়ে শুন আমার বচন।।
সুগ্রীবের উদ্দেশ করিও ঋষ্যমূকে।
আজ্ঞা কর রামচন্দ্র, যাই স্বর্গলোকে।।
রাম-দরশনে কবন্ধের স্বর্গবাস।
কুশের বনেতে রাম করেন প্রবাস।।
প্রভাত হেইল নিশা, উদিত মিহির।
চলিলেন দুই ভাই পম্পানদী-তীর।।
কেলি করে নানা পক্ষী পক্ষিণী সহিত।
দেখিলেন মৃগ মৃগী বিচ্ছেদ বঞ্চিত।।
রাজহংস রাজহংসী ক্রীড়া করে জলে।
দেখিয়া রামের শোক-সাগর উথলে।।
জিজ্ঞাসা করেন রাম, ওহে মৃগ পাখী।
দেখিয়াছ তোমরা আমার চন্দ্রমুখী।।
পম্পাতে করিয়া স্নান করিয়া তর্পণ।
সুগ্রীব উদ্দেশে রাম করেন গমন।।
প্রবেশ করেন রাম মতঙ্গ-আশ্রমে।
তথায় শবরী ছিল দেখিল শ্রীরামে।।
চক্ষেতে আনন্দবারি ধরিতে না পারে।
শ্রীরামের প্রতি বলে আজ্ঞা অনুসারে।।
মতঙ্গ মুনির সেবা করি বহুকাল।
বৈকুণ্ঠ গেলেন মুনি হয়ে প্রাপ্তকাল।।
কহিলেন, আমার আশ্রমে কর স্থিতি।
আসিবেন এখানে অবশ্য রঘুপতি।।
শববী যখন পাবে রাম- দরশন।
তখনি হইবে তব পাপ বিমোচন।।
রাম রাম শ্রীরাম রাঘব রঘুপতি।
হইয়া প্রসন্ন এ দাসীরে দেহ গতি।।
শবরী রামের আগে অগ্নিকুণ্ড কাটে।
আনিয়া জ্বালিল অগ্নি নানা শুষ্ককাঠে।।
করে অগ্নি প্রবেশ স্মরিয়া নারায়ণ।
তাহার চরিতে রাম চমকিত মন।।

অগ্নিতে পুড়িয়া তনু হইল অঙ্গার।
তাহার ভাগ্যের কথা কহিতে বিস্তার।।
যাঁহার স্মরণ মাত্রে মুক্তি সঙ্গে ধায়।
তাঁহার সম্মুখে দেখি ত্যজিল সে কায়।।
শ্রীরাম-প্রসাদে তার হয় পাপ নাশ।
অনায়াসে শবরী করিল স্বর্গবাস।।
শ্রীরাম-চরিত্র কথা অমৃতের ভাণ্ড।
এত দূরে সমাপ্ত হইল অরণ্যকাণ্ড।।

www.bengaliebook.com